পাক্ষিক

আহ্‌মদী

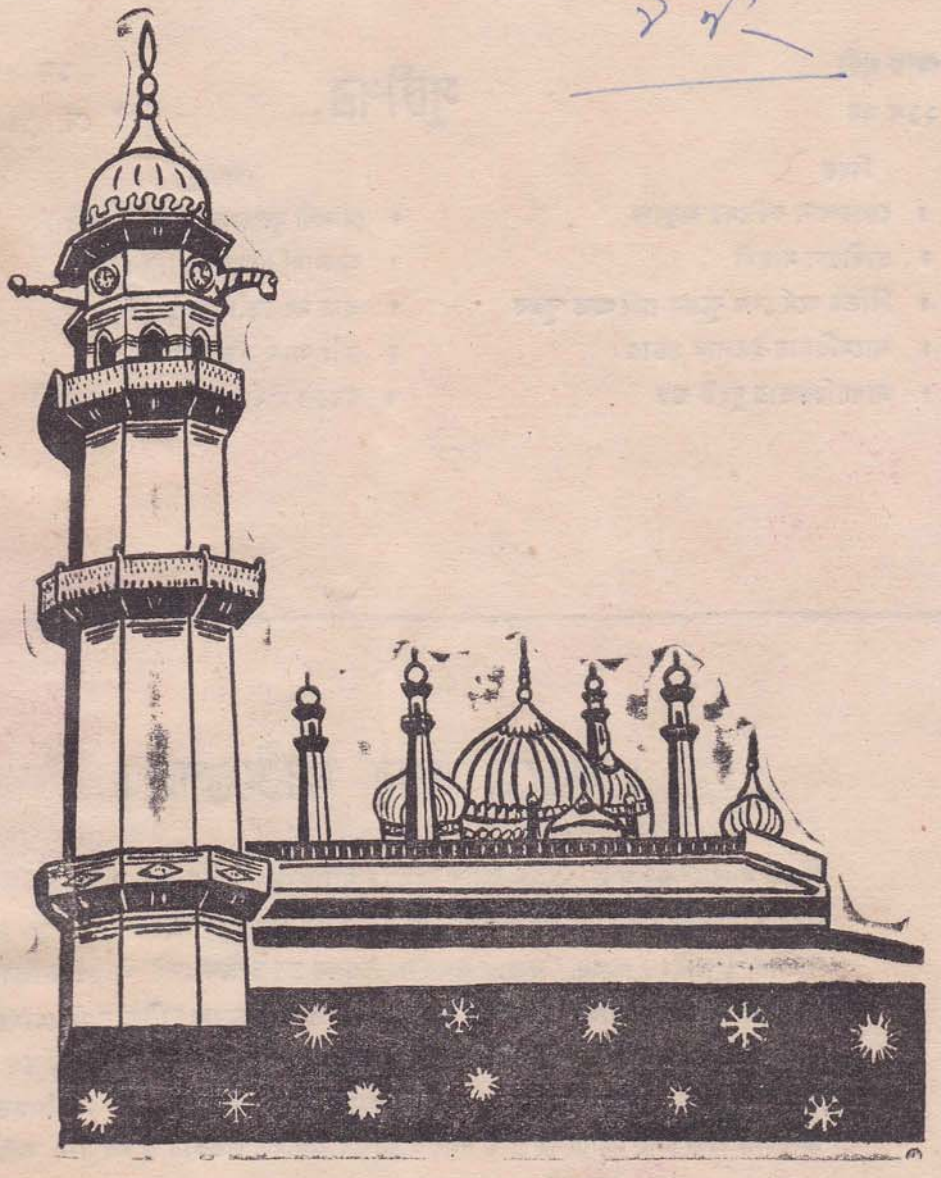

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১ম সংখ্যা
১৫ই মে, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১ম সংখ্যা
১৫ই মে, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	৩
বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	১৬
আমেরিকায় ইসলাম প্রচার	মোঃ আব্দুর রহমান খাঁ	২০
আধ্যাত্মিকতার দুইটি স্তম্ভ	হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ)	২৫

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ--হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়: ২১শ বর্ষ: ১৫ই মে : ১৯৬৭ সন: ১ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ তওবা

১ম রুকু

৭॥ তোমরা যাহাদের সঙ্গে সম্মানিত মসজিদের সম্মুখে পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছ তাহাদের ব্যতীত কিভাবে অপর মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের নিকট গ্রহনীয় হইতে পারে? অতএব তাহারা যতক্ষণ তোমাদের সহিত চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে

তোমরাও তাহাদের প্রতি অধিষ্ঠিত থাকিও। নিশ্চয় আল্লাহ ধর্ম-পরায়নদিগকে ভালবাসেন।

৮॥ কিভাবে (মুশরিকদের চুক্তির প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে) যেহেতু যদি তাহারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে তবে তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে স্বজন প্রীতি বা অঙ্গীকার কোনটাই রক্ষা করিবে না। তাহারা তাহাদের মুখ দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চায় এবং তাহাদের হৃদয় ইহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের অধিকাংশই অন্যায়কারী।

৯॥ তাহারা আল্লাহর বিধানসমূহের বিনিময়ে সামান্য (পার্থিব) সম্পদ গ্রহণ করিয়াছে অনন্তর লোকদিগকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা কতই না জঘন্য।

১০॥ তাহারা কোন মুমিন সম্বন্ধে আত্মীয়তা বা অঙ্গীকার কোনটাই রক্ষা করে না এবং উহারাই সীমা লঙ্ঘনকারী।

১১॥ পরন্তু যদি তাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় এবং নমাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং যকাত দান করে তবে তাহারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ভাই এবং আমরা বিধানসমূকে জ্ঞানবান লোকদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেছি।

১২॥ যদি তাহারা অঙ্গীকার করার পর তাহাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে। তাহা হইলে ধর্ম-দ্রোহীতার অগ্রগামীদের সহিত যুদ্ধ কর কারণ তাহাদের শপথের কোন মূল্য নাই, হইতে পারে তাহারা বিরত থাকিবে।

১৩॥ তোমরা কি সেই লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবে না যাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং রসুলকে বহিষ্কার করিত চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহারাই তোমাদের সঙ্গে প্রথমে চুক্তি ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয় করার পক্ষে আল্লাহই অধিকতম যোগ্য যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।

১৪॥ তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর আল্লাহ তোমাদের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন এবং মুমিন জাতির হৃদয় নিরাময় করিবেন।

১৫॥ এবং তাহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন এবং আল্লাহ যাহার উপর ইচ্ছা সদয় হন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

১৬। (হে মুমিনগণ)! তোমরা কি মনে করিয়াছ যে আল্লাহ তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন অথচ এখন পর্য্যন্ত আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করিয়াছে এবং আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল এবং মুমিনদিগকে ছাড়িয়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন নাই উহা (পরীক্ষাপূর্বক) জানিয়া লন নাই। এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত আছেন।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯নং আপত্তি

ان الله معك - ان الله يقوم اين ما قمت - يحمدك الله من عرشه ويمشى اليك -

জনাব! খোদা কি মির্জা ছাহেবের নিয়োজিত আর্দ্দালী যে, মীর্যা সাহেব দাঁড়াইলে তিনিও দাঁড়াইতে বাধ্য হইবেন। দাঁড়ান ও চলিয়া আসা মানবীয় গুণ, খোদা এরূপ গুণ বিশেষ হইতে পাক্।"

উত্তর

نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم

"তাহারা আল্লার কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।"

এই জমানার মৌলানাগণ আল্লার কালাম হইতে সম্পর্কবিহীন এবং আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে এত দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে যে, মোসলমান ধর্ম যাজক হইয়াও কোরানী ভাষার রূপকের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসেন।

بازى بازى با ريش با با هم بازى

"খেলিতে খেলিতে নিজের পিতার দাঁড়ীর সঙ্গেও খেলা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।" এইরূপ ইস্লামের কলঙ্ক মৌলানা মৌলবীদের ভূপৃষ্ঠে গজাইয়া উঠার গতিকেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের কারণ হইয়াছে।

কোরান শরিফের নিম্নলিখিত আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কি মৌলবীদের মস্তক লজ্জায় নোইয়া পড়িবে? এতখানি লজ্জা তাঁদের মধ্যে আছে এরূপ আশা করিতে পারি কি?

ان الله مع الصابرين -

"আল্লাহ্তালা ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।"

هو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير -

"যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।"

ان الله مع الذين اتقوا (النمل ع ١٦)

"নিশ্চয় আল্লাহতালা মুত্তাকীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।"

ان معى ربى سيهدين (الشعراء)

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার (ইব্রাহিম) সঙ্গে আছেন, তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।"

لا تخف ان الله معنا -

"ভয় করিও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন" (হযরত)

افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت - (الرعد)

"যিনি (আল্লাহ্তালা) প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার আমলের হিসাব লইতে দণ্ডায়মান আছেন।"

আমি এখন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ্তালা কি মৌলানা সাহেবের মতে ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদের, সমস্ত মানবের, মুত্তাকী লোকদের, বিশেষতঃ হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লার এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিয়োজিত আর্দ্দালি? তিনি কি প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের হিসাব রাখিবার কেরানী

যে সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান থাকেন (নাউজুবিল্লাহ) ? যদি না হয় তবে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এরূপ এবারত - অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে থাকার কথার উপর মৌলানা সাহেব এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নেহায়ত বাজারী লোকদের মত টিট্‌কারী করিলেন কেন ?

يحمدك الله من عرشه و يمشى اليك

"আল্লাহ্‌ আরশ হইতে তোমার প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং তোমার দিকে আগমন করেন।"

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তালা 'মোহাম্মদ' বলিয়াছেন। মোহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। মাজমাউলবিহার নামক কিতাবে লিখিত আছে :—

اذا بلغ النهاية و تكملت فيه المحاسن فهو محمد

"যখন কেহ প্রশংসায় পূর্ণত্ব লাভ করিয়া শেষ সীমায় পৌঁছে তখনই মোহাম্মদ হইতে পারে।" লেছানুল-আরব কিতাবে লিখা আছে :—

محمد هذا الاسم منه كانه حمد مرة بعد اخرى

"মোহাম্মাদ নাম এই জন্য রাখা হইয়াছে যেন পুনঃপুনঃ তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে।" কোরআন শরীফে আসিয়াছে :—

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ০

এই আয়াতের তফছীরে ইবনে-কাছির লিখিয়াছেন :-

افعل هذا الذى امرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم و خالقهم تبارك وتعالى-

"আমি যে কাজের আদেশ দিয়াছি তুমি তাহা কর, তাহা হইল আমি তোমাকে কেয়ামতের দিন প্রশংসিত মাকামে পৌছাইব, যেখানে সমস্ত সৃষ্টি এবং স্বয়ং সৃষ্টি-কর্ত্তা তোমার প্রশংসা করিবেন।"

এতদ্ব্যতীত আল্লাহতালা তাঁহার নবীদের সম্বন্ধে কোরআন শরীফে বহু প্রশংসা করিয়াছেন :-

ان ابراهيم لحليم اواه منيب (هود)
اذكر فى الكتاب اسمعيل (مريم)
انه كان صادق الوعد (مريم)
انه كان عبدا شكورا (بنى اسرائيل)
نعم العبد انه اواب (ص)

এই রকম নবীদের প্রশংসায় যাহা আল্লাহতালা করিয়াছেন কোরআন পূর্ণ রহিয়াছে, এবং আল্লাহতালা বলিয়াছেন :—

الرحمن على العرش استوى -

"আল্লাহ আরশের উপর বিরাজমান।"

সুতরাং আল্লাহতালা আরশ হইতে নবীদের প্রশংসা করিয়াছেন, হযরত মসিহে মাউদেরও প্রশংসা করিয়াছেন।

ইহাতেও মৌলানা সাহেবের আপত্তি করায় তাঁহার এলমের হকীকত খুলিয়া গিয়াছে।

يمشى اليك

"আল্লাহ তোমার দিকে আগমন করেন।" ইহাও মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের বাহিরে হাদীসে-কুদসিতে আসিয়াছে—

من اتانى يمشى اتيته هرولة (مسلم)

"যে ব্যক্তি আমার কাছে হাটিয়া আসিবে আমি তাহার কাছে দৌড়িয়া আসিব।" মুসলিম শরীফের এই হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে কোন ছিমান পাঠকেরবু উপরোক্ত এলহামের প্রতি কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না।

১০নং আপত্তি

رايتنى فى المنام عين الله و تيقنت انى الخ

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল, মির্যা ছাহেব খোদা হওয়ার, আছমান-জমীন ও মনুষ্য জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা

হওয়ায় দাবী করিয়াছেন। ফেরাওনও খোদাই দাবী করিয়াছিল, ইনিও তাহাই করিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তর

কাটমুল্লা বুদ্ধি ইহাকেই বলে। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব, উপরোক্ত এবারতে এবং ইহার বাংলা তরজমায় স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়াও ইহাকে খোদাই দাবী বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

بے حیا باشی هرچه خواهی بگو

কোরান শরীফে আসিয়াছে, ফেরাওন খোদাই দাবী করিয়া বলিয়াছিল :—

قال فرعون یا ایها الملاء ما علمت لکم من اله غیری

"ফেরাওন বলিল, হে দরবারিগণ আমি জানি না যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা আছে।" আর হযরত মসিহে মাওউদ আঃ বলিতেছেন :—

تمام دنیا کا وهی خدا هے جس نے میرے پر وحی نازل کی جس نے میرے لئے زبردست نشان دیکھلائے - جس نے مجھے اس زمانه کے لئے مسیح موعود کر کے بھیجا اسکے سوا کوئی خدا نهیں نه آسمان میں نه زمین میں جو شخص اس پر ایمان نهیں لاتا وه سعادت سے محروم اور خذلان میں گرفتار هے - (کشتی نوح)

"সমস্ত জগতের সেই খোদা যিনি আমার উপর ওহি নাজিল করিয়াছেন, যিনি আমার জন্য বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন; যিনি আমাকে এই জমানার প্রতিশ্রুত মসিহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই খোদা ছাড়া আর কোন খোদা নাই, আছমানেও নাই, জমিনেও নাই। এই খোদার উপর যে ব্যক্তি ইমান আনে না, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং দুর্ভাগ্যে নিপতিত।"

এই এবারতে তিনি অতি পরিষ্কার ভাবে আল্লার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত পুরুষ হওয়ার দাবী করিয়াছেন। প্রতিশ্রুত মসিহে মাওউদ হওয়ার দাবী করিয়াছেন, এবং মাহদী ও মসিহ হওয়ার দাবী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন নিজেই বহু এবারত এই পুস্তকে নকল করিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের উদ্ধৃত উপরোক্ত এবারত সম্বন্ধে হযরত মসিহে মাওউদ আঃ নিজেই লিখিতেছেন :—

لا نعنی بهذه الواقعة کما یعنی فی کتب اصحاب وحدة الوجود وما نعنی بذالك ما هو مذهب الحلولیین -

"এই স্বপ্নের ঘটনা হইতে বেদান্তিদের (সবই খোদা বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে) পুস্তকাদিতে যে-মর্ম্ম লিখিত আছে আমি সেই মর্ম্ম গ্রহণ করি না এবং যাহারা বলে, খোদা স্বয়ং আসিয়া মানুষের ভিতর প্রবেশ করেন, সেই মর্ম্মও আমি গ্রহণ করি না।"

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ আলোচ্য স্বপ্নের কথা বলিয়া ইহার মর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন কোন সত্য-দ্বেষী যেন ইহার মর্ম্ম বিকৃতি করিয়া জন-সাধারণকে ধোকা দিতে না পারে; কিন্তু মৌলানা সাহেব প্রকাশ্য স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়াও বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

তবে স্বপ্নে এই রকম দৃশ্য কেন দেখিলেন যাহা অসম্ভব? কোন বুদ্ধিমান এইরূপ প্রশ্ন করিলে আমি বলিব, স্বপ্নে এই রকম অসম্ভব দৃশ্য সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয়। ঈদৃশ স্বপ্নের তাবীর হয়।

হযরত ইয়োছফ আঃ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং এগারটি নক্ষত্র তাঁহাকে সেজদা করিতেছে।

মৌলানা সাহেব কি হযরত ইয়োছফ আঃ-কেও এই স্বপ্নের বর্ণনা করতে খোদাই দাবী করিয়াছিলেন বলিয়া কুফরী ফত্‌ওয়া দিবেন?

প্রকৃত ইসলাম এবং প্রকৃত খোদা-পরস্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া যিনি ইসলাম ও খোদার নাম প্রচার করিবার জন্য এমন এক জমাত তৈয়ার করিয়াছেন যাহারা আজ দুনিয়ার সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সাগর, পাহাড় অতিক্রম করিয়া দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছিয়াছে তাঁহার প্রতি খোদাই দাবী আরোপ করিয়া নিজের বাচালতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া মৌলানা সাহেবের আর কোন লাভ হইবে না।

১১নং আপত্তি

তিনি 'হকিকাতুল ওহি'র ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

مجھے خدا ے تعالی کی زیارت ھوئی اور میں نے اپنے ھاتھ سے کئی پیشگوئیاں لکھیں - جس کا یہ مطلب تھا کہ ایسے ایسے واقعات ھونے چاھئیں - تب میں نے وہ کاغذات دستخط کرانے کے لئے خدا ے تعالی کے سامنے پیش کئے اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کئے اور دستخط کرنے وقت قلم کو چھڑکا - جیسا کہ قلم پر زیادہ سیاھی آجاتی ھے تو اسی طرح پر چھاڑ دیتے ھیں اور پھر دستخط کردئے جو کچھ میں نے چاھا بلا توقف اللہ تعالی نے اس پر دستخط کردئے اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی - اور اسوقت میاں عبد اللہ سنوری مسجد کے حجرے میں میرا پیر دبا رھا تھا کہ اسکے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اسکی ٹوپی پر بھی گرے *

জনাব, মোসলমানদের খোদা এরূপ সাকার নহেন। ইহা শয়তানী কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। মির্যা ছাহেব শয়তানকে খোদা ধারণা করিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

উত্তর

نیم ملا خطرۂ ایمان و نیم حکیم خطرۂ جان -

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে এই এবারতেও এক স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ হইয়াছে।

স্বপ্নের ঘটনা গোপন করিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এতবড় দীর্ঘ এবারত নকল করিতে ইহার প্রথম কথাটা বাদ দিয়া দিলেন। এই দীর্ঘ এবারত এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

ایک دفعہ تمثلی طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ھوئی الخ -

অর্থাৎ "তা-মাহছুলী তৌর পর" এই কথাটা মৌলানা সাহেব বাদ দিয়াছেন।

তারপর

اسی وقت میری آنکھ کھل گئی

"তখনই আমার চক্ষু খুলিয়া গেল" এই কথা দ্বারাও এই ঘটনা স্বপ্ন বলিয়া পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধির জাহাজ মৌলানা সাহেব স্বপ্ন বা কাশফের ঘটনা হইতে খোদাকে সাকার বুঝাইতেছে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অজ্ঞ মুরিদানকে ধোকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে আমি নিম্নে এরূপ আরও কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই বিদ্যার জাহাজকে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, দেখি তিনি কি উত্তর দেন।

عن معاذ ابن جبل قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ عن صلوۃ الصبح حتی کدنا نتراءی علی الشمس فخرج سریعا فثوب

بالصلوة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز فى صلوته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم ثم انفتل الينا ثم قال اما انى ساحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة - انى قمت من الليل فتوضات وصليت ما قدر لى فنعست فى صلوتى حتى استثقلت فاذا انا بربى تبارك وتعالى فى احسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يختصم الملأ الاعلى قلت لا ادرى قالها ثلثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت بردانامله بين ثدى -

(مشكوة باب المساجد)

"মাআজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করিতেছেন, একদিন প্রাতঃকালে রসুলুল্লাহ সাঃ-এর ফজরের নামাজে আসিতে দেরী হইয়া পড়িল। এমন কি, সূর্য উদয় হইবার সময় প্রায় উপস্থিত হইয়া পড়িল তখন রসুল করিম সাঃ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন; আর খুব সংক্ষেপে নমাজ পড়াইলেন। নমাজ শেষ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সকলেই নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাক। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন - আমি আজ তোমাদিগকে বলিব, আজ নমাজে আসিতে আমার কেন দেরি হইয়াছে। রাত্রির কিছু অংশ বাকী থাকিতে আমি উঠিয়া ওজু করিলাম এবং নমাজ পড়িলাম। নমাজের মধ্যে আমার তন্দ্রা আসিল। তখন আমি খোদাকে দেখিতে পাইলাম অতি সুন্দর আকৃতিতে। তিনি আমাকে বলিলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ)। আমি বলিলাম, হাজির আছি। তখন তিনি বলিলেন, উর্দ্ধ জগতে কিসের ঝগড়া হইতেছে। আমি বলিলাম, আমি জানি না। তখন আমি দেখিলাম, খোদাতালা তাঁহার হাত আমার কাঁধের উপর রাখিলেন। তখন তাঁহার আঙ্গুলগুলির শীতলতা আমি আমার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত অনুভব করিলাম।"

(মেশকাত শরীফ)

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের বিদ্যার বড় মূলধন হাদিস শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কিতাবের প্রথম ভাগেই এই হাদিসটি বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, আঁ-হযরত (সাঃ) খোদা-তালাকে অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখিয়াছেন, খোদার হাত পর্য্যন্ত অনুভব করিয়াছেন, আঙ্গুলও আছে হাতের মধ্যে এবং আঙ্গুলগুলি বরফের চেয়েও বেশী শীতল।

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মৌলানা সাহেব হযরত রসুল করিম সাঃ সম্বন্ধে কি ফতওয়া দিবেন?

আরও শুনুন—

عن ابن عباس رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة وروى فى صورة شاب امرد

"ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে—হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি খোদাকে দেখিয়াছি যুবক, ঘন কেশ-বিশিষ্ট। অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে, আমি খোদাকে যুবক দেখিয়াছি যাঁহার দাঁড়ি গুম্ফ এখন উঠে নাই।"

আরও শুনুন—

اعلم ان الاصل فى صحة الرؤيا ما روى الطبرانى وغيره مرفوعا - رايت ربى فى صورة شاب امرد قطط له وفرة من شعر وفى رجليه نعلان من ذهب

(اليواقيت والجواهر ص ١٢٨)

"জানিয়া রাখ, তিবরানি ইত্যাদি যে মারফু হাদিস রাওয়ায়েত করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন যে আমি আল্লাহকে যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি যাঁহার কোন দাড়ী-গোঁফ উদয় হয় নাই, ঘন কোকড়ান কেশরাশি আছে এবং তিনি পদযুগলে স্বর্ণ পাদুকা পরিহিত—তাহা এই রকম স্বপ্ন বিশুদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে মূলসূত্র।"

এই সমস্ত হাদিস পাঠ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন প্রমুখ মৌলানা মৌলবীগণ হযরত রসুলে করিম (সাঃ) সম্বন্ধেও "শয়তানী কাণ্ড" বলিবেন কি? (নাউজুবিল্লাহ)

বিশ্বশ্রেষ্ঠ হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহ তালাকে সাকার দেখার তাৎপর্য্য কি? অনাদি অনন্ত অসীম নিরাকার আল্লাহকে সাকার দেখা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল? এই সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে ইসলামি শরিয়তের গবেষণাকারী বড় বড় ইমামগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে যে জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং অন্ধকার আচ্ছাদিত কুপ-মণ্ডুকদের চক্ষু খুলিয়া দিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

والذى عليه جمهور مشائخ السلف رضى الله تعالى عنهم انه يجوز رؤية الله تعالى فى صورة فى المنام وبه جائت الاحاديث نحو قوله صلى الله عليه وسلم رايت ربى فى احسن صورة الحديث وقال محمد ابن سيرين من رأى ربه فى المنام دخل الجنة قالوا وتكون رؤية الله تعالى بواسطة مثال يليق به منزه عن الشكل والصورة فيكون تجليه فى ذالك المثال كتفهيم الحق تعالى كلامه القديم لعباده بواسطة الحروف والاصوات مع تنزيه كلامه تعالى من ذالك فكما ان كلام الازلى منزه عن الصوت والحروف الحادثين ويفهم بواسطتهما كلام القديم فكذالك يجوز ان تكون ذاته الازلية المنزهة عن الصورة والشكل ترى بواسطة مثال يناسبها بادنى معنى فيكون كالمثل بفتح المثلثة المذكور فى القران فى قوله مثل نوره كمشكوة لا كالمثل بسكون المثلثة الذى يوجب المماثلة من كل وجه اما اذا راه فى صورة لا تناسب جلال الصمدية فى معنى ما فالرأى من عبث به الشيطان - (اليواقيت والجواهر للامام الشعرانى ص ١٢٠)

"প্রাথমিক ইসলামি যুগের মাসায়েখদের সর্ব্ববাদী সম্মত মত এই যে, স্বপ্নে আল্লাহতালাকে কোন আকৃতিতে দর্শন করা সম্ভবপর। এই মর্মের বহু হাদীসও আসিয়াছে—যেমন রসুল করিম (সাঃ)-এর বাক্য—"আমি আল্লাহতালাকে অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখিয়াছি" ইত্যাদি। মোহাম্মদ ইবনে-সিরীন বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহতালাকে স্বপ্নে দেখে সেই ব্যক্তি বেহেস্তে যাইবে। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, নিরাকার আল্লাহর দর্শন তাঁহার মহিমা উপযোগী কোন ভাব-ব্যঞ্জক আকৃতির মধ্যবর্ত্তিতায় হইয়া থাকে। অতএব ভাব-ব্যঞ্জক আকৃতির সাহায্যে তাঁহার প্রকাশ এই রকম হইবে, যেমন আল্লাহতালা তাঁহার অনাদি, নিরাকার স্বর-বিহীন বাক্যকে অক্ষরের আকৃতি ও স্বরের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যদিও তাঁহার পবিত্র বাক্য এই সমস্ত জড়তার গণ্ডির উর্দ্ধে অবস্থিত। অতএব যেমন আল্লাহতালার অনাদি বাক্য স্বর ও আকৃতির অতীত হওয়া সত্ত্বেও স্বর ও অক্ষরের আকৃতির মধ্য দিয়া মানুষের বোধগম্য হয়, এই রকম ইহাও সম্ভব যে, সেই অনাদি নিরাকার সত্তাও তাঁহার মহিমা উপযোগী কোন ভাবের যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশক প্রতিমূর্ত্তিতে দৃশ্যমান হন। অতএব এই ভাবব্যঞ্জক প্রতিকৃতিকে আল্লার "মাসাল" বলা যাইবে, যেমন কোরআন শরীফে আসিয়াছে, আল্লার আলোর মাসাল সেই তাক-স্থিত প্রদীপের মত; কিন্তু মিস্‌ল বলা যাইতে পারে না, যেহেতু মিস্‌ল শব্দটি সব দিক্ দিয়া পূর্ণ সামঞ্জস্য জ্ঞাপন করে। কিন্তু কেহ যদি আল্লাহকে

এই রকম আকৃতিতে দর্শন করে যাহা আল্লার গৌরবময় মহিমার ভাব প্রকাশ করে না, তাহা হইলে দর্শকের সঙ্গে সয়তান খেলা করিয়াছে মনে করিতে হইবে।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আল-এসলাম মাসিক পত্রের ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় ইমাম সারানীর এই এবারতের মধ্য হইতে অনেক কথা বাদ দিয়া মর্ম্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন।

এই রকম উপরোক্ত হাদিস সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন :—

ولا يحتاج الامر الى تاويل فانه صلى الله عليه وسلم انما رأى هذه الرؤيا فى عالم الخيال هو النوم ومن شان الخيال ان النائم يرى فيه تجرد المعانى فى الصور المحسوسة وتجسد ما ليس من شانه ان يكون جسدا لان حضرته تعطى ذالك فما ثم اوسع من الخيال قال ومن حضرته ايضا ظهر وجود المحال فانك ترى فيه واجب الوجود الذى لا يقبل الصور فى صورة ويقول لك معبر المنام صحيح ما رايت ولكن تاويلها كذا وكذا

"উপরোক্ত হাদীসের বিষয় সম্বন্ধে কোন তাবীল করিবার দরকার নাই যেহেতু রসুল করীম (সাঃ) এই স্বপ্নকে কাল্পনিক স্বপ্ন জগতে দর্শন করিয়াছেন, আর কল্পনা-জগতে নিদ্রিত ব্যক্তি আকৃতি-বিহীন ভাবকে সাকার দর্শন করে, যেহেতু আল্লাহ ইহাকেও অকৃতি প্রদান করেন। স্বপ্ন ত কল্পনা হইতেও অধিকতর ব্যাপক। আরও বলিয়াছেন, আল্লাহতালার তরফ হইতে অসম্ভবের প্রকাশ হইয়া থাকে, কেননা, তুমি স্বপ্নে আল্লাহতালাকে দেখিবে যাহার প্রকৃত পক্ষে কোন আকৃতি নাই, কিন্তু স্বপ্নের অর্থকারী তোমাকে বলিবে, যাহা দেখিয়াছ তাহা সত্য— ইহার এই অর্থ।"

বড় পীর হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী রহমতুল্লাহে আলাইহে বলিয়াছেন :—

رايت رب العزة فى المنام على صورة امى (بحر المعانى ص ٧٤)

"আমি আল্লাহতালাকে স্বপ্নে আমার মাতার আকৃতিতে দেখিয়াছি।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন ইসলামের "আহলে-মারফত্" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণ স্বপ্নে তাল্লাহতালাকে মানব-আকৃতিতে বিভিন্ন মানবীয় অবস্থায় দর্শন করাকে অসম্ভব মনে করিতেন না। কিন্তু আধুনিক কূপ-মণ্ডুকদের বুদ্ধিতে না ঢুকিলেও সূক্ষদর্শী জ্ঞানিগণ স্বপ্নে মানবীয় আকৃতিতে খোদার দর্শনকে সম্ভব মনে করিতেন এবং এরূপ দর্শনের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা "সাহেবে কামাল" অলিউল্লাদের এবং স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এরূপ দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন।

সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর স্বপ্নযোগে আল্লাহতালাকে হাকেমি মর্য্যাদায় দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে দেখা জ্ঞানীজনের নিকট কোন আপত্তিকর নহে।

"তবে লাল মসির কলম দ্বারা দস্তখত করিতে এরূপ আন্দাজ হইতে বেশী কালি লইয়া কেন অপব্যয় করিলেন, তিনি কি অন্ধ যে, নিকটস্থ লোকের পিরাহান ও টুপি নষ্ট করিলেন?"

বুদ্ধিমান মৌলানা সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মৌলানা সাহেবের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইহা স্বপ্ন বাস্তব-জগতের ঘটনা নহে।

আমি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহতালা যে সোনার খড়ম পায় দিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার কি পায়ে কাঁটা ফুটিবার, কিংবা ধূলিবালি লাগিবার আশঙ্কা ছিল?

যদি না হয় তাহা হইলে খোদাতালার শানে এরূপ অকথ্য ভাষার প্রয়োগ কি মৌলানার বেইমানির প্রমাণ নহে ?

স্বপ্নের দৃশ্যের যে ভিন্ন রকম অর্থ হয় তাহা সাধারণ লোকও ত জানে। নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধির অভাব কিংবা জন-সাধারণকে ধোকা দিবার হীন প্রবৃত্তির বশিভূত না হইলে মৌলানা সাহেবের বুঝা উচিত ছিল যে, অধিকতর কালি লইয়া ছিটা দিয়া নিকটস্থ ব্যক্তির কাপড়ে ফেলিয়া দিবার কারণ এই ছিল যে, স্বপ্ন-জগতের এই কালিকে জড়-জগতের কালি রূপে সৃষ্টি করিয়া এই দুনিয়াতে মসিহ মাওউদের জন্য এক নিদর্শন পেশ করা।

স্বপ্ন-জগতের কোন কোন বস্তুকে সৃষ্টি-কর্তা জড়-জগতের সৃষ্টিতে পরিণত করিয়া দিয়া কখনও কখনও "নেস্ত" হইতে "হাস্ত" করিবার শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

আহলে-আল্লাদের নিকট এরূপ ঘটনা নেহায়ত বিরল নহে, আমি এরূপ দু একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :—

اخرج البيهقى وابو نعيم وابن راهوية عن ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاسر وفى يده تربة حمراء يقلبها قلت ما هذه التربة يا رسول الله قال اخبرنى جبرئيل ان هذا يعنى الحسين يقتل بارض العراق وهذه تربتها - (سر الشهادتين ص ١)

"বয়হকি, আবুনইম এবং ইব্‌নে রাহওয়ায়হে হযরত উম্মে সালমা উম্মুল মোমেনিন হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আঁ-হযরত একদিন ঘুমাইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি দুঃখক্লিষ্ট হৃদয়ে জাগ্রত হইলেন ; তাঁহার হাতে লাল মাটি ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের মাটি ইয়া রাসুলুল্লাহ ! হযরত বলিলেন, জিব্রীল আমাকে খবর দিয়াছেন যে; হুসেইন এরাক দেশে নিহত হইবে, ইহা তারই (রক্ত মিশ্রিত) মাটি।"

আঁ-হযরত (সাঃ) স্বপ্নযোগে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখিলেন। ভবিষ্যতে হুসেইনের দেহের রক্ত পড়িয়া মাটি যে রক্তবর্ণ ধারণ করিবে সেই ভবিষ্যতের কল্পজগতের স্বপ্নের ঘটনাকে জড় জগতের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়া সৃষ্টি-কর্তা সৃষ্টির নিদর্শন প্রকাশ করিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

আবদুল্লা ইবনেজালা ছুফীর ঘটনা তজকেরাতুল আওলিয়া নামক কিতাবে লিখিত আছে :—

ایک مرتبہ وہ مدینہ میں بہوکا تہے تو آنحضرت صلعم کے روضہ پر آئے اور کہا یا رسول اللہ بی فاقہ وانا ضیفک - اے رسول خدا میں آپکا مہمان ہوکر بہوکا ہوں - اور پہر ذرہ ہٹ کر سو گئے خواب میں حضور علیہ السلام نے آکر ایک روٹی انہیں دی وہ فرماتے ہیں فاکلت بعضہ وانتبہت وفی یدی بعض الرغیف - میں نے روٹی کا کچہ حصہ کہایا تو جاگ پڑا تو باقی حصہ روٹی کا میرے ہاتہ میں تہا -

"একবার তিনি মদিনা শরীফে ক্ষুদার্থ ছিলেন। রসুল করিম (সাঃ)-এর রৌজা শরীফের কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমি আপনার অতিথি হইয়া ক্ষুধার্ত। এই কথা বলিয়া তিনি কিছু দূরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে হুজুর আঃ তাঁহাকে একটি রুটি প্রদান করিলেন। তিনি বলেন, আমি রুটির কিছু অংশ খাইয়াছি, এমন সময় জাগিয়া পড়িলাম। দেখি কি, অবশিষ্ট রুটি আমার হাতে রহিয়াছে।"

অতএব স্বপ্নের ঘটনা হইতে জড় জগতের জড় পদার্থ সৃষ্টি হইয়া প্রকাশ হওয়া আহলে-আল্লাদের কাছে সুপরিচিত, যদিও এই জামানার কূপ-মণ্ডুক সদৃশ, অন্ধকারে অবস্থিত মৌলানা নামধারীগণ এই সমস্ত রূহানী বিষয় দেখিয়া হাসি-বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, হযরত ইমাম সারানীর বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইয়াওয়াকিতওয়াল জাওয়াহের হইতে আমি স্বপ্ন-জগতে আল্লাহকে মানবাকারে দেখিবার যে তত্ত্ব সম্বন্ধে ইবনে সিরীনের দীর্ঘ বর্ণনা উক্ত কিতাবের ১২০ পৃষ্ঠা হইতে লিপি-বদ্ধ করিয়াছি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ছুন্নত-অলজমাত মাসিক পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় উক্ত এবারতের অনেক কথা বাদ দিয়া মর্ম বিকৃত করিয়া উল্টা অর্থ পেশ করিয়া বলিয়াছেন, "আল্লাহ তায়ালাকে সাকার স্বপ্ন দেখিলে মনে করিতে হইবে সয়তান তাঁহার সঙ্গে খেলা করিয়াছে।'

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিপক্ষতা করিবার অন্যায় জিদে মৌলানা সাহেব নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উপরও প্রকা-রান্তরে তাহার বেলাগাম জবান চালাতে ইতস্ততঃ করিলেন না। ইবনে সিরীনের উক্ত বর্ণনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহকে মানবাকারে দর্শন করা সম্পর্কিত হাদিসের ব্যাখ্যায়ই বর্ণিত হইয়াছে। মৌলানা সাহেব উক্ত এবারতের মধ্য হইতে প্রকৃত কথা বাদ দিয়া এবারতকে উল্টা অর্থে পেশ করিয়াছেন।

با زی بازی باریش بابا هم بازی

কোন নিকৃষ্ট প্রকৃতির ঈহুদীও এরূপ জঘন্য রকমের তহরীফ করিতে লজ্জা বোধ করিবে।

ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলানাদের এরূপ আচরণ দেখিয়াও কি প্রতিশ্রুত মসিহ আসিবার যে ইহাই ঠিক সময় তাহা প্রতিপন্ন হয় না?

১২নং মন্তব্য

ہے رد رگوپال تیری اُستت گیتا میں ہے
ایسا ہی میں راجہ کرشن کے رنگ
میں بھی ہوں جو ہندو مذہب کے
تمام اوتاروں میں بڑا تھا الخ

এইরূপে তাতেম্মায়ে হকিকাতুল ওহীর ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; হিন্দুরা কৃষ্ণকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন। এই কৃষ্ণ জি জন্মান্তরবাদের মতাবলম্বী ছিল। গীতার ২ অধ্যায় ১২।১৩।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মির্যা সাহেব যখন কৃষ্ণের অবতার হওয়া দাবি করিয়াছেন, তখন তাহার ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণের ন্যায় জন্মান্তরবাদের মত ধারণ করিয়াচেন।

উত্তর

ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ রূদ্র গোপাল নামে একজন নবী গত হইয়া গিয়াছেন; হিন্দুজাতি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু কালের প্রভাবে ঈহুদী এবং খ্রীষ্টানদের মত বরং এদের চেয়েও বেশী উক্ত ভারতীয় নবীর আকিদা এবং শিক্ষা হিন্দুরা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

অতএব খ্রীষ্টানদের বর্তমান আকিদাকে যেমন আমরা হযরত ইসা আঃ-এর শিক্ষা বলিতে পারি না, বর্তমান ঈহুদীদের আকিদাকেও যেমন আমরা হযরত মুসার শিক্ষা বলিতে পারি না অর্থাৎ বর্তমান ইঞ্জিন এবং তৌরাত-এর শিক্ষা যেমন বর্তমান ঈহুদী ও খ্রীষ্টান কর্তৃক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গীতার শিক্ষাও তেমনি বর্তমান হিন্দুগণ কর্তৃক বিকৃত হইয়াছে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে এই কথা কোন চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন নহে যে, প্রাগ-ইসলামিয় যুগে ভারতবাসিদিগকে সত্য ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য এবং আল্লাহরদিকে আহ্বান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

আল্লার তরফ হইতে যে-সমস্ত মহাপুরুষ মানবের শিক্ষার জন্য নাজিল হইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ইসলামি পারিভাষায় নবী বা রসুল নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই রকম লোকদিগকেই প্রাগ-ইসলামিয় যুগে সংস্কৃত ভাষায় অবতার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আরবীতে 'নাজেল" শব্দই সংস্কৃতে অবতার; নাজিল হওয়া অর্থ অবতরণ করা। কিন্তু কোন কোন হিন্দু 'অবতার' শব্দকে স্বয়ং আল্লাহ্-তা'লার মানবদেহে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করা অর্থে ব্যবহার করিয়া এক মারাত্মক ভুল করিয়াছে, ঠিক যেমন খ্রীষ্টানগণ হযরত ইসা আঃ এর আবির্ভাবকে স্বয়ং আল্লাহ্‌তালা মানব-দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌তালার এরূপ জন্মগ্রহণকে তাহারা "আল্লার পুত্র" এবং "আল্লাহ্" বলিয়া অভিহিত করে, এবং আধুনিক মৌলানা মৌলবীরাও ভবিষ্যতে ইসা আঃ নাজিল হওয়াকে সশরীরে আসমান হইতে অবতরণ করা বিশ্বাস করে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক রসুল এবং নবীই আল্লাহ্-তালার তরফ হইতে আবির্ভূত হন বলিয়া নবী বা অবতার নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধেও 'নাজিল হওয়া' অর্থাৎ অবতরণ করা শব্দ কোরআন শরিফে ব্যবহার হইয়াছে।

انا انزلنا اليكم ذكرا رسولا

"আমি তোমাদের প্রতি উপদেষ্টা রসুল অবতরণ করিয়াছি।"

অতএব নবী বা রসুলকেই যে অবতার নামে অভিহিত করা হইয়াছে ইহাতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সন্দেহ করিতে পারেন না।

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ এই অবতার শব্দকে নবী বা রসুল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ তাঁহার হকিকাতুল-ওহির ৮৭ পৃষ্ঠায়—

شری نشکلنك بهگوان ۸ اوتار— শীর্ষক জনৈক হিন্দু পণ্ডিতের এক বিজ্ঞাপনের উপরোক্ত হিন্দি শব্দের উর্দু তরজমা করিয়াছেন معصوم خليفة الله অর্থাৎ "শ্রীভগবানের নিষ্কলঙ্ক অবতার।" এই শব্দের অর্থ "আল্লার নির্দোষ খলিফা।" এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহে মাওউদ আঃ তাঁহার বহু গ্রন্থে—"সুরমায়ে-চশমে, আরিয়া" "চশমায়ে-মারফত" ইত্যাদি কিতাবে এই হিন্দুদের অবতারবাদ এবং হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের হযরত মসিহে মাওউদ আঃ এর প্রতি হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদ আরোপ করা নির্জলা মিথ্যা; শুধু অজ্ঞ মুরিদানকে ধোকা দিবার জন্য মৌলানা সাহেব এরূপ করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিলে প্রত্যেক উর্দু-জানা পাঠক সহজেই মৌলানা সাহেবের এরূপ প্রকৃতির ধোকা ধরিয়া ফেলিবেন।

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ যেমন হযরত ইসা ও মসিহ নামে অভিহিত হইবার দাবী করিয়াছেন। এইরূপ কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল নামে অভিহিত হইবারও দাবী করিয়াছেন এবং আরও বহু নবীর নামে অভিহীত হইবার দাবী করিয়াছেন।

الانبياء اخوة من علات

"নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রিক ভাই" (অর্থাৎ পৃথক পৃথক মাতৃভূমি ও মাতৃভাষায় ও পৃথক পৃথক সময় তাহাদের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও একই আল্লার তরফ হইতে, একই তৌহিদের শিক্ষার জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছে) এই হাদীসানুসারে প্রত্যেক নবীই পরস্পরের স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও অন্যান্য বহু নবীর স্বরূপ প্রকাশ

করিয়াছেন এবং এইজন্যই তাঁহাকে বহু নবীর নাম দেওয়া হইয়াছে।

এই কথার উপর কোন জ্ঞানশীল মস্তিষ্কে আপত্তি উঠিতে পারে না।

তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে আল্লার তরফ হইতে একজন সত্য নবী ছিলেন ইহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে সত্যানুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল পাঠকের নিকট আমার নিবেদন এই যে—

কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী আসিয়াছেন—

(১) وان من امة الا خلا فيها نذير -
(২) و لقد بعثنا فى كل امة رسو لا (وعد)
(৩) و لكل امة رسو ل (يو نس)

(১) "এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে কোন রসুল গত হয় নাই।"

(২) "প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি রসুল পাঠাইয়াছি।"

(৩) "প্রত্যেক জাতিরই রসুল আছে।"

অতএব ভারতবর্ষেও প্রাগ-ইসলামিয় যুগে রসুল আসিয়াছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের জাতি সমূহে যে-সমস্ত মহাপুরুষ আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন অথবা ধর্ম প্রবর্ত্তকরূপে যে-সমস্ত মহাপুরুষ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব-হৃদয়ে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারাই যে আল্লার তরফ হইতে প্রেরিত নবী ছিলেন তাহা মনে করা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কোরআনে যখন সমস্ত নবীর নাম উল্লেখ নাই—বরং কোরআন শরীফে আল্লাহতালা বলিতেছেন—

و لقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من
قصصنا عليك و منهم من لم نقصص (مؤمن)

"তোমার পূর্বে আমি বহু রসুল পাঠাইয়াছি, তাহাদের অনেকের নাম তোমার কাছে প্রকাশ করিয়াছি এবং অনেকের নাম প্রকাশ করি নাই।"

কথিত আছে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, কিন্তু সকলের নাম ত কোরআন শরীফে উল্লেখ নাই।

সুতরাং আল্লার নবী ছাড়া এত বড় পুরস্কার—হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া কোটি কোটি মানব-হৃদয়ে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা—আল্লাহ-ওয়ালা ব্যক্তি ছাড়া কোন দুষ্ট লোক লাভ করিতে পারে না।

অতএব প্রাচীন ভারতে এই সমস্ত মহাপুরুষগণই যে আল্লার প্রেরিত নবী ছিলেন এ সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান ন্যায় বিচারক মোসলমান সন্দেহ করিতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আমি নিম্নে আহলে-ইসলামের কতিপয় গবেষণাকারী আল্লামাদের মত লিপিবদ্ধ করিলাম। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানির মকতুবাতের ১ম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

دراسم سابق كه ملاحظه ميكنند كم
بقعه يا بد كه در آنجا بشت پيغمبرے
نشده باشد حتى كه در زمين هند -د
كه دور ازين معامله مى نما يد نيز
مى بايد كه اهل پيغمبران مبعوث شده
اند و دعوت بصانع فرموده اند - ودر
بعضے از بلاد هند محسوس ميگردد كه
انوار انبياء عليهم الصلوا ة و التسليمات
در ظلمات شرك در رنگ مشعلها افروخته
اند —

"পূর্ববর্ত্তী উম্মতগণের মধ্যে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, খুব কম দেশই এই রকম আছে যেখানে কোন পয়গম্বর আসেন নাই। যে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে দূরে

আছে বলিয়াই মনে হয় তথায়ও পয়গম্বরগণ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সৃষ্টিকর্তার দিকে আহ্বান করিয়াছেন, এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন কোন এলাকায় এরূপ অনুভূত হয় যেন শিরকের অন্ধকারের মধ্যে নবীগণের (আঃ) আলো মশালের মত প্রজ্জলিত হইয়াছিল।"

মৌলবী ওহীদুজ্জমান সাহেব তফসীরে ওহীদির মধ্যে লিখিয়াছেন :—

یہ بھی یاد رہے کہ حضرت کرشن علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ اور راستباز انسان تھے وہ اپنے زمانہ میں اپنی قوم کے لئے خدا کی طرف سے نذیر ہو کر آئے تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے وان من امۃ الا خلا فیھا نذیر۔ اس ایت سے بھی صاف نکلتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالی کے پیغمبر ہو چکے ہیں -

(تفسیر وحیدی)

"এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, হযরত কৃষ্ণ আলাই-হেছ-ছালাম খোদাতালার একজন বরগুজিদা এবং সত্যবাদী নবী ছিলেন এবং তিনি নিজ জমানার নিজের জাতির জন্য আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে নবী হইয়া আসিয়াছিলেন, যেহেতু কোরান শরীফে আছে, "এমন কোন দেশ নাই যেখানে কোন নবী আসেন নাই।" এই আয়েত হইতে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে পয়গম্বর আসিয়াছেন।"

"তোহফাতুল হিন্দ" কিতাবের গ্রন্থকার মৌলানা উবেয়দুল্লা ছাহেব লিখিয়াছেন :—

ہو سکتا ہے کہ اس ملک (ہند) میں بعض انبیاء بھی مبعوث ہوئے ..

کیونکہ احتمال ہے کہ شاید یہ باتیں جو انکی نسبت انکی پوتھیوں میں لکھی ہیں جھوٹ ہوں -

(تحفۃ الھند ص ٦)

"এই দেশে—ভারতবর্ষেও আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে কোন কোন নবী আসিয়াছেন, ইহাও সম্ভব যে এই সমস্ত নবীদের সম্বন্ধে তাহাদের পুথি পুস্তকাদির মধ্যে যে সমস্ত কথা লিখিত হইয়াছে এইগুলি মিথ্যা।"

শিবলী নুমানী সিরাতুন্নবী কিতাবের ১ম খণ্ডের তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

ہندوستان کے پیغمبر کہانیوں کے حجاب میں گم ہیں —

"ভারতের নবীগণ কিচ্ছা-কাহিনীর অন্তরালে আচ্ছাদিত।"

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাছেম নানতবী ছাহেব লিখিয়াছেন :—

رام چندر - کرشن نبی تھے —

"রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ নবী ছিলেন।"

(সত্যধর্ম বিচার ৮ পৃষ্ঠা)

মৌলানা কাছেম ছাহেব তাঁহার অন্য গ্রন্থ মুবাহাছায়ে-সাহজাহানপুরে লিখিয়াছেন :—

کیا عجب ہے کہ جسکو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانہ کے نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں - قران شریف میں یہ بھی اشارہ ہے منھم من قصصنا علیك ومنھم من لم نقصص الخ ..

"হিন্দু ছাহেবান যাঁহাদিগকে অবতার বলে তাঁহারা যে নিজ নিজ জমানার নবী অথবা অলি অর্থাৎ নায়েবে-নবী ছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই॥ কোরান শরীফেও আসিয়াছে, আমি অনেক নবীর নাম উল্লেখ করিয়াছি এবং অনেকের নাম উল্লেখ করি নাই।"

খাজা হাসান নেজামি ছাহেব কিরষণবিতী কেতাবের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

سری کرشن بھی ھندوستان کے ھادی تھے ان کو بھی ایک بڑے اھل قوم کی رھبری پر مامور کیا گیا —

"শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের হেদায়তকারী ছিলেন, তাঁহাকেও এক উচ্চ জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করা হইয়াছিল।"

তিনি উক্ত কিতাবের ৯১ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন :—

سری کرشن کی ذات درحقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالموں کی تباھی اور بربادی کے لئے مامور ھوئی تھی —

"শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে অত্যাচারীদের ধ্বংসের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন।"

হযরত মীর্যা মজহর জান জানান রহমতুল্লাহে আলাইহে বলিয়াছেন :—

ھو سکتا ھے کہ یہ لوگ اپنے عھد میں ولی ھوں یا نبی اور رام چندر نسبت سلوکی تعلیم کرتا ھو اور کرشن نسبت جذبی چونکہ کنھیا میں ذوق و عشق کا غلبہ تھا اسلئے وہ محبت کی آگ میں جلتا ھوا نظر آیا۔

(ارشاد رحمانی ص ۳۸)

"হইতে পারে ইহারা আপন আপন যুগে ওলি বা নবী ছিলেন এবং রামচন্দ্র কর্মযোগ বিষয় শিক্ষা দিতেন এবং কৃষ্ণ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেন যেহেতু কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের প্রাবল্য ছিল। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভালবাসার আগুনে জ্বলিতে দেখা গিয়াছে। (এরসাদে রহমানী। ৩৮ পৃঃ)

এতদ্ব্যতীত রসুল করিম (সাঃ)-এর হাদীছ :—

کان فی الھند نبی اسود اللون اسمہ کاھن -(تاریخ ھمدان . دیلمی باب الکاف)

"ভারতবর্ষে কৃষ্ণবর্ণের এক নবী ছিলেন, কানাই ছিল তাঁর নাম।" (মুহাদ্দিছ দেয়লমির তারিখে হামদান বাবুল কাফ দ্রষ্টব্য)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে একজন নবী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই।

অতএব আল্লাহ্‌তালা হযরত মসিহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া হিন্দুজাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি করা সংকীর্ণ-চিত্ততা ও কূপ-মণ্ডুকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গীতার ২য় অধ্যায় ১২।১৩ এবং ২২ শ্লোকের কথা মৌলানা ছাহেব উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ জী জন্মান্তর বাদের মতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

যদিও এই গীতাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত গীতা কি-না এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং এই জন্য গীতার কোন কথা মোসলমানদের জন্য প্রমাণ-রূপে ব্যবহার হইতে পারে না এবং বর্তমান গীতার কথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মত বুঝা যাইতে পারে না, তথাপি আমি বলিতেছি—মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের দেওয়া হাওয়ালায় হিন্দুদের জন্মান্তর বাদ প্রমাণ হয় না বরং ইসলামি আকায়েদ

—بعث بعد الموت

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথাই প্রমাণ হয়। মৌলানা সাহেবের বিদ্যার বহর দেখিয়া আমার মনে হয় মৌলানা সাহেবের বর্তমান হিন্দুদের জন্মান্তর বাদ সম্বন্ধে সঠিক জানা নাই।

(ক্রমশঃ)

বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের

প্রতিশ্রুত পুরুষ

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শুন, হিন্দু-মুসলমান, শুন, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান,
এসেছেন প্রতিশ্রুত জন ;
শুন হে পার্শীক, শুন যত সব শিখ,
সব ধর্মের ভাববাণী হয়েছে পূরণ।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানীগুলি যখন যথা সময়ে পূর্ণতা লাভ করল তখন প্রাচীন কারা অঞ্চলের পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালা তহসিলের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক বস্তীতে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) এক ভগ্নী সহ যমজ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন এবং খুরাশানের দিক থেকে মোঘল রাজ বাবুরের রাজত্বকালে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ হাজী বরলাস মোঘল বংশীয় ছিলেন এইজন্য এই বংশের সকলের নামের সংগে মীর্যা পদবী ব্যবহৃত হইয়া আসছে। ছোট বেলা থেকেই হযরত আহ্‌মদ অত্যন্ত সৎ, ধর্মভীরু এবং পরহেজগার ছিলেন। তিনি দিনরাত আল্লার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। ১৮৮৯ সালে তিনি খোদার নিকট থেকে প্রত্যাদেশবাণী লাভ করে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ হওয়ার দাবী করেন। ঐ সকল ঐশী বাণীতে রূপক ভাবে তাঁকে বিভিন্ন নবীর নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী সকল নবীর উম্মতকে এক সত্য সনাতন ধর্মে একত্রিত করার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "যখন হিজরী তের শতাব্দী সমাপ্ত হল, তখন খোদাতালা আমাকে চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরণ করলেন। আর আদম থেকে আরম্ভ করে এই পর্যান্ত যত নবী গত হয়েছেন, তাঁদের সকলের নামে আমাকে অভিসিক্ত করলেন, এবং সকলের শেষে আমার নাম প্রতিশ্রুত ইসা এবং আহ্‌মদ ও মোহাম্মদ মহদ্‌ রাখলেন। আর এই দুই নামে তিনি আমাকে বার বার সম্বোধন করলেন, এই দুই নামেই অন্যত্র মসিহ ও মাহ্‌দী রূপে বর্ণনা করেছেন।" (চশমায়ে মারেফত, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

তিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে এবং সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ছোট বড়, প্রায় নব্বইখানা পুস্তক রচনা করেন। দুনিয়ার বহু ভাষায় তাঁর বহু গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে আগত অবতারদের সম্বন্ধে তিনি বলেন. "পূর্ববর্তী সকল অবতার, যাঁরা ভারত, চীন, পারস্য এবং পৃথিবীর অন্য অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সহস্র সহস্র মানব হৃদয়ে যাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাঁরা স্ব স্ব ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁদের মতবাদ প্রচলিত ছিল, তাঁরা সকলেই ঈশ্বর প্রেরিত ছিলেন। পবিত্র কোরআনও আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছে।

এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ধর্মের প্রবর্তক, যাঁদের জীবন উক্ত নিয়মানুযায়ী পাওয়া যায়, তাঁরা হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হউন, আর পার্শী ধর্মের প্রবর্তক হউন কিংবা চীন. ইহুদী বা খ্রীষ্টান যে কোন ধর্মের প্রবর্তক হউক না কেন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি।" (তোহ্ফা কায়সারিয়া, ৬ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র বলেছেন,—

"রাজা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রতি যা প্রকাশ করা হয়েছে তা'হল এই ··যে তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন তাঁর উপর পবিত্র আত্মা ও ঐশীবানী অবতীর্ণ হত। — —তিনি আর্য্যাবর্তকে পাপ মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি ছিল. শেষ যুগে তাঁর অনুরূপ এক অবতার আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি আমার আবির্ভাবে পূর্ণ হয়েছে।" (লেকচার শিয়ালকোট, ৩৩, ও ৩৪ পৃষ্ঠা)। শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার ছিলেন তার সমর্থনে এক হাদিসও রয়েছে। যথা, "কানা ফিল হিন্দে নবীয়ান আসওয়াদুল লওনে ইসমুহু কাহান। অর্থাৎ—ভারতে এক কৃষ্ণ বর্ণের নবী এসেছিলেন, যাঁর নাম ছিল কানাই।") তারিখে হামদান, বাবুল কাফ দ্রষ্টব্য)। অন্যত্র তিনি ঘোষণা করেছেন, "প্রকাশ থাকে যে সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে শুধু মুসলমান জাতির জন্য প্রেরণ করেন নাই বরং হিন্দু এবং খ্রীষ্টানদের সংস্কারের জন্যও প্রেরণ করেছেন।" (লেকচার শিয়ালকোট, ২০ পৃঃ ২রা নভেম্বর ১৯০৪)। গুরু নানক সম্বন্ধে তিনি বলেন, "শেষ যুগে হিন্দু জাতির মধ্যে বাবা নানক সাহেব জন্ম গ্রহণ করেছিলেন; বাবা সাহেব নিজ জনম শাখি এবং গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ঐশীবানী প্রাপ্তির দাবী করেছেন। এমন কি, তিনি তাঁর এক জনম শাখির মধ্যেই লিখেছেন যে ইসলাম সত্য ধর্ম। এই বিশ্বাসের উপরই তিনি হজ করেছিলেন এবং সমস্ত ইসলামী মতবাদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।— — তিনি হিন্দুদের মধ্যে কেবল এই কথার সাক্ষ্যদানের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছিলেন যে ইসলাম ধর্ম আল্লার তরফ থেকে এসেছে। — — — তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলাল্লা' কলেমার সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। ·····তাঁর তবরুক বস্তুগুলির মধ্যে একখানা কোরআন শরীফও রয়েছে।" (পয়গামে সুলেহ, বাংলা, ১১, ১২ পৃষ্ঠা)। ভাইবালা জনম শাখীর ১৩৬ পৃষ্ঠায় নানক সাহেবের একটা ইলহাম হল "হে নানক মক্কা, মদিনায় গিয়ে হজ্জ কর।" জনমশাখি ১৪৭ পৃষ্ঠায় আছে, "তৌরেত, ইঞ্জিল জবুর তেরে পড়ছুন ডাট্টে বেদ, রহ্যা কোর-আন শরীফ কুল জগমে পরওয়ার।" অর্থাৎ তৌরেত, ইঞ্জিল, জবুর ও বেদ পড়ে, শুনে দেখেছি, একমাত্র কোরআনশরীফই এই জগতে মুক্তি দান করতে পারে। জনমশাখির এক শ্লোকে আছে, "কলমা এক পুকারিয়া দুজানাহি কোই।" অর্থাৎ আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলাল্লা' কলেমা ছাড়া অন্য কোন কলেমা জানি না। ভাইবালা জনমশাখির ১৯৫ পৃষ্ঠায় বলছেন, 'পাঞ্চ নমাজা পাঞ্চ অকৃত রোজে তরহিয়া পাছান।' অর্থাৎ পাঁচ অকৃত নমাজ এবং ত্রিশ রোজা ফরজ। এই সব বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে নানক সাহেব মুসলমান ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর শিক্ষা বিকৃত হয়ে এক নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থা প্রত্যেক ধর্মের বেলায়ই হয়েছে। এক খোদার তরফ থেকে যুগে যুগে আগত নবীদের ধর্ম আল ইছলামই পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হয়েছে। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আবির্ভূত হয়ে পুনরায় সকলকে এক সত্য সনাতন ধর্ম, আল-ইছলামে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। হযরত আহ্মদ (আঃ) বলেন, "আল্লার অনুগ্রহ ব্যাপক, ইহা সমস্ত জাতি, দেশ ও সমস্ত কালকে বেষ্টন করে আছেঃ এর কারণ এই যে,

কারো পক্ষে অভিযোগ করবার যেন কোন সুযোগ না থাকে এবং কেহ যেন এই কথা বলতে না পারে যে, খোদা অমুক অমুক জাতির উপর অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু আমাদের উপর করেন নাই, কিংবা অমুক জাতি তাঁর নিকট থেকে সত্য পথ লাভের জন্য শাস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই, কিংবা অমুক কালে তিনি স্বীয় বানী ও বাক্য এবং অলৌকিক নিদর্শন দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করেছেন কিন্তু আমাদের যুগে তিনি প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। অতএব তিনি ব্যাপক অনুগ্রহে এই সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করেছেন এবং নিজের সর্ব ব্যাপক গুণাবলী এরূপ-ভাবে প্রদর্শন করেছেন যে, কোন জাতিকেই দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখেন নাই।" (পয়গামে সুলেহ, বাংলা, ৬, ৭ পৃষ্ঠা)।

হযরত আহ্‌মদের (আঃ) দাবীর পর বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ লেগে জগৎবাসীকে বলে দিল,

'ইয়ারো জো মরদ আনে কো থা ওত অ চুকা,
ইয়েরাজ তুমকো শম ছ ও কমর ভি বাতাচুকা'।

অর্থাৎ—বন্ধুরা সব সবাই শুন, এসে গেছেন তিনি,
চন্দ্র-সূর্য্যও বলে দিল, সেই ব্যক্তিই ইনি।

এই গ্রহণ ১৩১১ হিজরীর ১৩ই রমজান মোতাবেক ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯-৩০ পর্য্যন্ত চন্দ্র গ্রহণ এবং ২৮শে রমজান মোতাবেক ৬ই এপ্রিল তারিখের সকাল নয়টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত সূর্য্য গ্রহণ হয়। দেখুন, লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু আজাদ পত্রিকা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ও 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীঃ। কী অপূর্ব নিদর্শন। এ শুধু প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত আহ্‌মদের (আঃ) সত্যতার লক্ষণই নয় বরং ইহা সেই সকল মহাপুরুষেরও সত্যতার প্রমাণ যাঁরা শত শত এমন কি হাজার হাজার বৎসর পূর্বে আল্লার তরফ থেকে জেনে জগৎবাসীর সম্মুখে ইহা ঘোষণা করেছিলেন। এমন কি ইহা জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শনও বটে। হে ধর্মে অবিশ্বাসী নাস্তিক ব্যক্তিগণ! খোদা ব্যতীত এই রূপ নিদর্শন প্রদর্শন কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? ইহা কি বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষদের সত্যতার পরিচয় নহে? ধন্য সেই ব্যক্তি যে এইরূপ স্পষ্ট নিদর্শন থেকে ফায়দা হাসিল করে।

হে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৃন্দ। আকাশ জমিন সৃষ্টি অবধি যে নিদর্শন অন্য কারও জন্য প্রদর্শিত হয় নাই যাহা একমাত্র শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল তাহা প্রকাশিত হওয়ার পরও কি আপনারা অন্য নিদর্শনের অপেক্ষায় থাকবেন? এই নিদর্শন অপেক্ষা আর কোন স্পষ্ট নিদর্শনের নজীর আছে কি? আপনাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্য-দ্বাণীগুলি যথা সময়ে পূর্ণ হওয়া সত্বেও, এমন কি সকল ধর্মগ্রন্থ এক বাক্যে এই প্রতিশ্রুত পুরুষের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী দেওয়া সত্বেও কি আপনারা অবিশ্বাসী থাকবেন? দুনিয়ার বিচারে যেখানে মাত্র দুইজন সাক্ষীর কথায় বিশ্বাস করে সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয় সেখানে শত শত বৎসরের ব্যবধানে বিভিন্ন জাতিতে আগত নবী ও সাধু পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদানের পরও কি আপনারা সত্য গ্রহণ থেকে দূরে থাকবেন? আফসোস! অবিশ্বাস নামক রোগের কি কোন ঔষধ নাই? একমাত্র খোদাতালাই এই রোগ হতে মুক্ত করতে পারেন।

ভাইসব! অনুগ্রহ করে শান্ত মনে পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পাঠ করুন এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য পরম করুণাময় খোদাতালার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সাহায্য করবেন। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তা ই

কখন যে এই পৃথিবী থেকে যাওয়ার পালা এসে উপস্থিত হয় বলা যায় না। অতএব কাল বিলম্ব না করে প্রভুর দরবারে হাজির হওয়ার আগেই এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। অন্যথায় খোদার কাছে জবাবদিহি হতে হবে।

'হাম আপনা ফরজ দাস্তো আব করচুকে আদা'
আবভি আগর না ছমঝো তো ছমঝায়েগা খোদা।'

অর্থাৎ—বলে দিয়ে আমি আমার কর্তব্য শেষ করলাম বন্ধুগণ! কিন্তু তবুও যদি না বুঝ তাহলে আল্লাই তোমাদেরকে বুঝাবেন। দেখুন, এই মহা-পুরুষ এসে আবার পৃথিবী থেকে চলেও গেছেন। ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তিনি ঐতিহাসিক লাহোর নগরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর শয্যা পার্শ্বে পরিবার পরিজন এবং বহু শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কালে তাঁর মুখে যে পবিত্রবানী উচ্চারিত হয়েছিল তা হল "খোদা, মেরে পিয়ারে খোদা।" অতএব হে বন্ধুগণ। আসুন, আমরা আমাদের মৃত্যুর পূর্বে নিজদেরকে সেইরূপ যোগ্য করে নেই যেরূপ যোগ্যতা আমাদেরকেও খোদার পিয়ারা করে দেবে।

চেয়ে দেখুন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিখ এবং আরও অন্যান্য ধর্মের লোক তাঁর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া জমাতে দীক্ষিত হয়েছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশের অগণিত স্থানে আজ আহ্‌মদী জমাত কায়েম হয়েছে। সারা বিশ্ব আজ এক হতে চলেছে। সেদিন দূরে নয় যখন প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদের (আঃ) এই ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করবে। যথা—

"আজিকার দিন হতে তৃতীয় শতাব্দী গত হবে না যখন... ... পৃথিবীতে একই ধর্ম ও একই ধর্মনেতা হবে। আমি কেবল বীজ বপন করতে এসেছি, অতএব আমার দ্বারা বীজ বপন করা হয়েছে, এখন ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং ফলফুল সুশোভিত হবে। কেহই ইহাকে রোধ করতে সক্ষম হবে না।"

(তাজকেরাতুশ শাহাদাতাইন)।

—সমাপ্ত—

★

॥ আমেরিকায় ইসলাম প্রচার ॥

এ. আর. খাঁ বাঙালী

[মিশনারী-ইন্-চার্জ, আহ্‌মদীয়া মুভমেন্ট ইন ইসলাম]

অনুবাদক ঃ—আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

১৮৮৭ ইসাব্দে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম আমেরিকায় ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তিকা আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি কলিযুগের প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ বলিয়া দাবী করেন; যে সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ধর্ম গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তিনি পুস্তিকাটি উর্দ্দুতে এবং পরে ইংলিশ ভাষায় অনূদিত করাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার হাজার হাজার যাজকশ্রেণী ও অযাজকশ্রেণীর মধ্যে প্রেরণ করেন। আমেরিকায় এই পুস্তিকাটির প্রচারের ফলে সেখানে এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ইসলামের জন্য বিশেষ অনুরাগের সৃষ্টি হয়। মিঃ ওয়েব নামে একজন সাংবাদিক, যিনি পরে ফিলিপাইনে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হইয়াছিলেন. তিনি ইসলামের প্রতি এত গভীর অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ-এর সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন। তিনি হযরত আহ্‌মদ (আঃ)-কে ১৮৮৭ ইসাব্দে সর্বপ্রথম পত্র লিখেন। হযরত আহ্‌মদকে লিখিত তাঁহার পত্রাদি "শাহানা-ই-হক" নামীয় এক পত্র-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মিঃ ওয়েব ইসলামের সত্যতায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি রাষ্টদূতের কার্যভার হইতে পদত্যাগ করিয়া আমেরিকায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি The Review of Religions-এর (সেই সময়ে কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত আহ্‌মদী আন্দোলনের ইংলিশ ভাষার পত্রিকা) সম্পাদককে এক সহস্র খ্যাতনামা আমেরিকানের ঠিকানা পাঠাইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি এই পত্রিকার কত বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক লিখিত "ইসলামি ওসুল কি ফেলাসফি" (The Philosophy of the Teachings of Islam) পুস্তকটির ইংলিশ অনুবাদ তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্‌মদীয়া মতবাদে দীক্ষা লইয়াছিলেন কিনা জানা নাই, তবে তিনি যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯০৪ ইসাব্দে এণ্ডারসন নামে একজন আমেরিকান আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্‌মদীয়া মতবাদে দীক্ষা লইয়াছিলেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (আঃ)-এর নামে তাঁহার ইসলামী নাম রাখা হয় আহ্‌মদ।

১৯০৩ ইসাব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (আঃ) ডাঃ আলেকজানডার ডুইকে প্রার্থনা যুদ্ধে আহ্বান করেন। ডাঃ ডুই নিজকে নবী এবং এলিজা বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করিতেন ও কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি ইসলাম ধর্মকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন। অপর পক্ষে হযরত আহমদ (আঃ)-এর দাবী ছিল যে, তিনি ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সকল মানব জাতিকে ইহার পতাকাতলে সমবেত করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। সুতরাং

তাহাদের স্ব স্ব দাবীর সত্যতা নিরুপনার্থে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হযরত আহ্‌মদ (আঃ) ডাঃ ডুইকে প্রার্থনা যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে (ডাঃ ডুইকে) প্রার্থনা করিতে আহ্বান জানান হইল যে, যাঁহার দাবী মিথ্যা তিনি যেন সত্য দাবীকারকের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহাকে উপরযোপরি দুইবার, একবার ১৯০২ ইসাব্দে, আর একবার ১৯০৩ ইসাব্দে উক্ত আহ্বান জানান হয়। উল্লেখযোগ্য যে, উহা আমেরিকার বহু বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর 'হকিকাতুল ওহি পুস্তকে ৩২টি সংবাদ-পত্রের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। নিম্নে উহাদের কয়েকটির নাম দেওয়া গেল :

১। দি চিকাগো ইন্টারপ্রেটার, ২৪শে জুন, ১৯০৩

২। দি টেলিগ্রাফ, ৫ই জুলাই, ১৯০৩

৩। দি আরগোনাউট, সানফ্রানসিস্‌কো, ১লা ডিসেম্বর ১৯০২

৪। দি লিটারারী ডাইজেস্‌ট, নিউইওর্ক, ২০শে জুন, ১৯০৩

৫। দি নিউইওর্ক মেইল এণ্ড এক্‌স্‌প্রেস, ২৪শে জুন ১৯০৩

৬। দি হেরাল্ড, রচেস্‌টার, ২৫শে জুন, ১৯০৩

৭। দি রেকর্ড, বোস্‌টন, ২৫শে জুন, ১৯০৩

৮। দি এডভারটাইজার, বোস্‌টন, ২৫শে জুন, ১৯০৩

৯। দি পাথ ফাইনডার, ওয়াশিংটন ২৭শে জুন, ১৯০৩

১০। দি ইনট্রোভিশন, চিকাগো, ২৭শে জুন, ১৯০৩

১১। দি ডেমোক্র্যাট ক্রনিক্যাল, রচেসটার ২৫শে জুন, ১৯০৩

১২। দি বালটিমোর এমেরিকান, ২৫শে জুন, ১৯০৩

উক্ত পত্রিকা সমূহের সম্পাদকগণ যদিও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং ইসলামের বিরোধী ছিলেন, তথাপি তাঁহারা প্রার্থনা যুদ্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের স্ব স্ব পত্রিকা সমূহে বিস্তারিতভাবে উক্ত সংবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। একাধিক সংবাদপত্র প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)-এর ছবি প্রকাশিত করিয়াছিল এবং কোন কোন পত্রিকা প্রতিশ্রুত মসিহ্ (আঃ) এবং ডাঃ ডুই উভয়ের ছবি একত্রে প্রকাশিত করিয়াছিল। উক্ত প্রস্তাবকে অনেক সংবাদপত্র সঠিক ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল।

প্রার্থনা যুদ্ধ আহ্বানের সংক্ষিপ্তসার হইল যে, ইসলাম সত্য এবং খ্রীষ্ট-ধর্মের ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং হযরত আহ্‌মদ (আঃ) সকল ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ অনুযায়ী ঈশ্বর কর্তৃক কলিযুগের প্রতিশ্রুত মসিহরূপে প্রেরিত হইয়াছেন, এবং ডাঃ ডুই-এর ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত নবী হওয়ার দাবী ও ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস মিথ্যা।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ঘোষণা করিলেন যে, যদি ডাঃ ডুই প্রার্থনা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে তিনি শোকে ও দুঃখে অতি শোচনীয় মৃত্যুবরণ করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থনাযুদ্ধে অবতীর্ণ না হন তাহা হইলেও মৃত্যুবরণ করিবেন. তিনি কোন অবস্থায় স্বর্গীয় শান্তি হইতে রক্ষা পাইবেন না, এবং তাহার উপর ও তাঁহার শহর জিওন-এর উপর ভীষণ বিপদ নিপতিত হইবে। ডুই প্রথমতঃ উক্ত আহ্বানে কোন সাড়াই দিলেন না; কিন্তু সাংবাদিকদের বিরক্তিজনক জিদে উত্যক্ত হইয়া ১৯০৩ ইসাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বীয় পত্রিকাতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিলেন :

"জনসাধারণ মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি এই সব ও অন্যান্য বিষয়ের কেন উত্তর দান করেন না?' উত্তর! তোমরা কি মনে কর যে, মশক ও মাছিকে আমার উত্তর প্রদান করা উচিৎ। আমি যদি তাদের উপর আমার পদ স্থাপন করি তা'হলে, তাদের জীবন ধ্বংশ হবে। আমি তাদেরকে উড়ার ও বাঁচার সুযোগ দিই।"

তিনি হযরত আহ্‌মদ (আঃ)-কে, "নির্বোধ মোহাম্মাদীয় মসীহ্ (Foolish Mohometen Messiah) নামে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর ১৯০৩ ইসাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি লিখিলেন; যদি আমি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত নবী না হই তাহা হইলে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে আর কোন নবী নাই।" পরবর্তী জানুয়ারী মাসে তিনি লিখিলেনঃ আমার কাজ হইল পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ হইতে মানুষকে আনয়ন করা এবং এই ও অন্যান্য জিয়ন শহরে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কার্য ততক্ষণ পর্যন্ত চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মোহাম্মদীয়রা (জলের স্রোতে) ভাসিয়া যায়। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই সুযোগ দিন।"

হযরত আহ্‌মদ (আঃ) যখন প্রার্থনা যুদ্ধের আহ্বান করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ৭০ বৎসর, অপরপক্ষে ডাঃ ডুই সাহেবের বয়স ছিল মাত্র ৫০ বৎসর। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হযরত আহ্‌মদ (আঃ)-এর তুলনায় ডাঃ ডুই বয়সে তরুণ ছিলেন। যদিও ডাঃ ডুই বয়সে তরুন ছিলেন, তবুও হযরত আহ্‌মদ (আঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ যেহেতু আলোচ্য বিষয় বয়সের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং আমি কতিপয় বৎসরের পার্থক্যকে গুরুত্ব দান করি না। সকল কিছু তাহারই হাতে রহিয়াছে যিনি স্বর্গ-মর্তের প্রভু এবং সকল বিচারকের বিচারক। তিনিই সত্য দাবীকারকের অনুকূলে রায় প্রদান করিবেন।

এই ঘোষণা প্রদান করার পর হযরত আহ্‌মদ (আঃ) ঈশ্বরের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তিনিই বিজয়ী হইবেন এবং তাহার শত্রু নিধন প্রাপ্ত হইবে? ডাঃ ডুই সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁহার বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ডাঃ ডুই সাহেবের মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন পূর্বে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

অতএব প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ডাঃ ডুই হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র জীবদ্দশায় ১৯০৭ ইসাব্দের মার্চ মাসে পরলোক গমন করেন। ডাঃ ডুই যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, ধন সম্পদে যথেষ্ট ভাটা পড়িয়াছিল, তিনি পক্ষাঘাত ও ক্ষিপ্ততা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই সম্মুখে জিয়ন নগরী অন্তরদ্বন্দের কারণে বিচ্ছিন্ন ও টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে এবং তিনি অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যু-বরন করেন। উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বোস্‌টন (Boston) হইতে প্রকাশিত ১৯০৭ ইসাব্দের ২৩শে জুনের 'দি সানডে হেরাল্ডে'।

এই ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এমন এক ব্যক্তির জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি হইয়াছিল যিনি বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, যিনি রাজকীয় জীবন যাপন করিতেন, এবং যাহার নিজ দাবী অনুযায়ীই একশত হাজার অনুসারী ছিল, যাহারা তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করিত। এবং তিনি, তাঁহার অপেক্ষা বিশ বৎসরের ছোট ছিলেন যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ডাঃ ডুই তাঁহার জীবদ্দশায় মৃত্যু-বরন করিবেন। তিনি পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হইলেন। ইহা প্রমাণিত হইল যে, তিনি জনসাধারনের অর্থের অপব্যবহার করিয়াছেন এবং প্রচুর পরিমাণে মদ পান করেন, যদিও তিনি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাহার শিক্ষানুযায়ী মদ নিষিদ্ধ। তিনি তাঁহার অনুসারীগণ কর্তৃক জিয়ন শহর হইতে বিতাড়িত হইলেন, যে শহর তিনি লক্ষ লক্ষ ডলার (আমেরিকান মুদ্রা) ব্যয়ে নির্মান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র তাঁহার শত্রু হইল। তাহার পিতা তাঁহাকে জারজ বলিয়া ঘোষণা করিল। তিনি সে অলৌকিক শক্তি বলে রোগ নিরাময় করিতে পারেন তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। কারন তিনি স্বয়ং দীর্ঘদিন ধরিয়া পক্ষাঘাত রোগে ভুগিলেন, কিন্তু নিজেকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। গাছের গুড়ি যেমন একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয় তেমনি ভাবে তিনি

মানুষের দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইতেন। যে পা দিয়া তিনি মোহাম্মদীয় মসীহ্‌কে (মহামেটান মসীহ্‌কে) পিশিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ঐ পা তাঁহাকে বহন করিল না। চরম শোক ও দুঃখ তাঁহাকে উন্মাদ করিল। অতঃপর ১৯০৭ ইসাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যু বরণ করিলেন। এইভাবে আল্লাহ-তালা আমেরিকাতে ইসলাম ও ইসলামের বীর সেনানী হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা প্রমাণিত করিলেন।

আমেরিকাতে ইসলামের প্রথম সমিতি

ডাক্তার ডুই-এর মৃত্যু সংবাদ আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে আমেরিকাতে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। কিন্তু আমেরিকাতে নিয়মিত ইসলাম প্রচার কেন্দ্র হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)-এর খেলাফতকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র ও মোসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) ছিলেন। স্বর্গীয় ইচ্ছায় আমেরিকাতে নিয়মিত প্রচার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সমস্ত কৃতিত্ব হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর হযরত মোসলেহ মাওউদ মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)-এর আশীষময় পৃষ্ঠ পোষকতায় হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)এর এক বিখ্যাত সহচর (সাহাবা) হযরত মুফতি মোহাম্মাদ সাদেক (রাজিঃ) কর্তৃক ১৯২০ ইসাব্দের জানুয়ারী মাসে আমেরিকায় প্রথম নিয়মিত প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত মুফতি মোহাম্মাদ সাদেক (রাজিঃ) প্রথমতঃ নিউইওর্কে থাকিয়া তাঁহার প্রচার কার্য চালান অতঃপর তিনি চিকাগোতে গিয়া প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং দি মুসলীম সানরাইজ (The Muslim Sun rise) নামে একটি পাক্ষিক প্রচার পত্র ১৯২২ ইসাব্দে প্রকাশ করেন। তিনি এত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, আমেরিকার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধী দান করিয়াছিল। তাঁহার দ্বারা হাযার হাযার আমেরিকান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে; উহা খ্রীষ্টান পরিচালিত দি মুসলীম ওয়ার্ল্ড [The Muslim World] স্বীকার করিয়াছে। তাঁহার পর হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর আর একজন বিখ্যাত সহচর হযরত মৌলবী মোহাম্মাদ দীন আমেরিকায় যান। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী প্রচারকের কার্য অতি সফলতার সহিত দুই বৎসর পরিচালনা করেন। অতঃপর হযরত সুফী মুতিউর রহমান বাঙালী কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৭ ইসাব্দ হইতে ১৯৪৭ ইসাব্দ পর্যন্ত বিশ বৎসর ধরিয়া অতি সফলতার সহিত মুসলীম প্রচারক (Muslim Missinoery) হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। তিনি "দি মুসলীম সান রাইজ" পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন এবং "দি লাইফ অব মোহাম্মাদ' (The Life of Mohammad) ও দি টম্‌ব অব জেসাস (The Tomb of Jesus) নামে দুইখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার পর একজন প্রধান প্রচারকের নেতৃত্বে কখনও চারজন কখনও পাঁচজনের একটি দল নিয়মিতভাবে আমেরিকাতে ইসলামের প্রচারনা করিয়া যাইতেছেন। বর্তমানে ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর ফিলেডেলফিয়া, নিউইওর্ক, বোস্টন, পিট্‌স্‌বার্গ, ইয়াংসটাউন, ক্লিভল্যাণ্ড, ডেটন, এথেন্স, ইণ্ডিয়ানোপোলিস, সিনসিন্যাটি, ডেট্রোইট, কেনোশা, মিলওয়েক, চিকাগো, সেণ্টলুইস প্রভৃতি স্থানে সুসংবদ্ধ জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

॥ সদস্যদের আন্তরিকতা ॥

সদস্যদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, তাহারা প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়েন, রমজান মাসে রোজা রাখেন, ঈদুল আজহাতে কোরবাণী দেন এবং ইসলামের প্রচারনার জন্য মুক্তহস্তে চাঁদা দেন। তাঁহাদের বদান্যতার কারণে আজ আমেরিকার প্রচারকেন্দ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র! তাঁহারা মদ্যপান, জুয়াখেলা; শূয়োরের মাংশ ভক্ষণ, নাচ এবং ঐদেশের ইসলাম বিরোধী অন্যান্য

কু-অভ্যাস পরিহার করিয়া চলেন। তাঁহারা ইসলাম ধর্ম্ম সুষ্টভাবে জানিতে ও মানিয়া চলিতে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেই পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন অংশ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। আবার অনেকে পবিত্র কোরআন পাঠ করা শিখিয়াছেন এবং অনেকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাণী মুখস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাজিঃ) কর্তৃক লিখিত পবিত্র কোরআনের ভাষ্য এবং ইসলামের উপর লিখিত অন্যান্য পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন এবং একাগ্রতার সহিত উহা পাঠ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষ্যের চাহিদা এত বেশী যে সেখানকার প্রচার কেন্দ্র তাঁহাদের চাহিদা মিটাইতে পারেন না।

॥ ডেটনের প্রথম মসজিদ ॥

ডেটন কেন্দ্রের একজন সদস্য স্বর্গীয় ভ্রাতা ওলি করিম তাহার সমস্ত বাড়ী ও সংলগ্ন জমি প্রচার কেন্দ্রকে দান করিয়াছেন। সম্প্রতি আল্লাহ্‌র করুণায় সেখানে মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫৩ ইসাব্দের মার্চ মাসে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং তৎপরবর্তীকালে সভাকক্ষ, রান্নাঘর ও স্নানাগার সহ নিম্নতল সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু মেজর আবদুল হামিদ মিশনারী আগমন না করা পর্যন্ত মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি সেখানে আগমন করিয়াই মসজিদের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় জনাব ওলী করিম, যাঁহার গৃহ সংলগ্ন জমিতে মসজিদ অবস্থিত, এক হাজার ডলার মসজিদের জন্য দান করেন। তাঁহার আর এক বন্ধু জনাব আবদুল কাদির, যিনি তাঁহার গৃহে বাস করিতেন ছয় সহস্র ডলার দান করেন। লাজনা ইমাউল্লাহ্‌ (আহ্‌মদীয়া মতবাদের মহিলা সংঘ) এক সহস্র ডলার দান করেন। অতঃপর ডেটন ও অন্যান্য মিশনের সদস্যগণ যথাসম্ভব দান করেন। এইভাবে আমেরিকায় আহমদী মতবাদের প্রথম ও নিয়মিত মসজিদ ১৯৬৫ ইসাব্দের আগষ্ট মাসে নির্মিত হয়।

আহমদীয়া মতবাদের জন্য সদস্যদের অনুরাগ

জামাতের জন্য তাঁহারা যে আত্মত্যাগ করেন তাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাহারা কত বেশী অনুরাগ জামাতের জন্য রাখেন। আমেরিকায় আহ্‌মদীয়া মতবাদের সদস্যগণ তাহাদের প্রিয় নেতা স্বর্গীয় হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাজিঃ)-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে, এবং যাহাতে তাঁহার আরব্ধ কাজ সুচারুভাবে চলিতে পারে সে জন্য প্রতিষ্ঠিত ফজলে ওমর ফণ্ডে পনেরো হাজার ডলার দান করার অঙ্গীকার করিয়াছেন। এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই ওয়াদাকৃত অর্থের কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ দিয়া দিয়াছেন। ইতোমধ্যে তিন হাজার ডলার তাঁহারা দিয়াছেন।

হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাজিঃ)-এর খেলাফত-কালের ৫০ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে (ইউরোপের) ডেনমার্কে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ঐ মসজিদ কেবল মেয়েদের অর্থে নির্মিত হইয়াছে। যখন চাঁদার জন্য আবেদন করা হয় তখন আমেরিকায় ভগ্নীগণ উক্ত মহৎ উদ্দেশ্যে সাতশত ডলারের অধিক অর্থ দান করেন।

ভারতে অবস্থিত পবিত্র তীর্থ কাদিয়ানের রক্ষনা-বেক্ষনের জন্য এবং সেখানে অবস্থানকারী দরবেশদের ভরণ-পোষনের জন্য আমেরিকার সদস্যগণ সানন্দে ও নিয়মিতভাবে চাঁদা দিয়া আসিতেছেন।

একজন আমেরিকান দিনের মধ্যে গড়ে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করেন এবং এক ঘণ্টায় তাঁহার আয় হয় কমপক্ষে দুই ডলার। সেখানকার সদস্যরা শুক্রবারের জুমার নামায ও রবিবারের সভার জন্য তাঁহাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেন। তাঁহারা বৎসরের এক মূল্যবান অংশ এবং কষ্টার্জিত অর্থ মিশন গৃহের সংস্কার ও উহাকে সজ্জিত করার জন্য ব্যয় করেন। আল্লাহ্‌ তাঁহাদের উপর করুণার ধারা বর্ষন করুন। আমীন;

তাঁহারা পবিত্রস্থান সমূহ দর্শনের জন্য বেশ উৎসাহী। সম্প্রতি দু'জন সদস্য মক্কায় গিয়া ওমরাহ্‌ পালন করিয়াছেন এবং অনেকে উহা পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিছু সংখ্যক নবীন সদস্য

পবিত্র-কেন্দ্র রাবওয়াহতে গিয়া তাঁহাদের প্রিয় নেতাকে দর্শন ও তাহার সান্নিধ্য লাভের এবং ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। একজন নবীন সদস্য কাদিয়ান ও রাবওয়াতে ছয় বৎসর অবস্থান করেন ও ধর্মীয় শিক্ষালাভ করেন। সম্প্রতি একজন নবীন সদস্য তাঁহার পরিবারসহ রাবওয়াতে তিন বৎসর অবস্থান করার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তিনি সেখানে নিজ ব্যয়ে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিবেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অনেক আমেরিকান সদস্য পবিত্রকেন্দ্রে গিয়া তাঁহাদের ধর্মীয় নেতার দর্শন লাভ এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। আল্লাহ্ তাঁহাদের মহৎ ইচ্ছা পূরণ করুন। আমীন।

এই সামান্য কয়েকটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, পবিত্র আহমদীয়া মতবাদের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মত্যাগের স্পৃহা কত প্রবল। আল্লাহ তাঁহাদের হৃদয়ে মতবাদের জন্য ভালবাসা ও আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। আমীন।

---

* প্রবন্ধটি মূলতঃ হযরত মীর্যা মোবারক আহ্‌মদ (ওয়াকিলুত—তবশির, তাহরিকে জদীদ) কর্তৃক রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত ১৯৬৪ ইসাব্দের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত ভাষণের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে।

—লেখক।

★

॥ আধ্যাত্মিকতার দুইটি স্তম্ভ ॥

(জমাতের যুবকদের প্রতি একটি আবেদন)

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ)

রাবওয়া

অনুবাদক—নযীর আহ্‌মদ ভূঁঞা

আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসিহ্ মাউদ আঃ-এর * অধিকাংশ প্রাচীন সাহাবী ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কতিপয় মাত্র এখন আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। আমার বর্ত্তমান পীড়ার সময় এই চিন্তাটি বারবার আমার মনে উদয় হইয়াছে। যে সকল সৌভাগ্যশালী সাহাবী আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন আমি আল্লাহ্-তায়ালার নিকট দোয়া করি যেন তিনি তাঁর অনন্ত অনুগ্রহ ও কৃপাগুণে তাঁহাদের জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করেন এবং আমাদের মাঝে তাঁহাদের উপস্থিতি হইতে যেন আমরা প্রভুত পরিমাণে ফায়দা উঠাইতে পারি। আল্লাহ্ যেন আমাদিগকে সেই তৌফিক দান করেন। তথাপি জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ্-তায়ালার অমোঘ বিধানুযায়ী এই অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যশালী সাহাবীবৃন্দ দীর্ঘকাল আমাদের মাঝে বাঁচিয়া থাকিবেন এই আশা করা যায় না। যে কোন সামান্য পীড়া বা যে কোন সামান্য দুর্ঘটনা তাঁহাদের যে কোন ব্যক্তির পার্থীব সত্তার বিলোপ সাধন করিয়া, তাঁহাদিগকে মৃত্যুর পরপারে লইয়া যাইতে পারে। ইহা সত্য যে আমাদের মধ্যে এখনো

---

* ১৮৩৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯০৮ সনে এন্তেকাল করেন।

অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা যৌবনে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর শেষ জীবনের কিয়দাংশ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার (মসিহ্‌ মাউদ আঃ) মুখ নিঃসৃত প্রাণ-সঞ্চারকারী আলাপ আলোচনা শুনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত সাহাবী নিঃসন্দেহে জমাতের জন্য কল্যাণস্বরূপ। কিন্তু তাঁহারাও একের পর এক ইহধাম ত্যাগ করিতেছেন; এবং যে ভাবেই হউক এই সমস্ত সাহাবীদের স্থান পূর্ববর্তী সাহাবীগণের তুল্য হইতে পারে না কারণ পূর্ববর্তী সাহাবীগণ তাঁহাদের জীবনের দীর্ঘ সময় প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর পবিত্র সংস্পর্শে অতিবাহিত করার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌ ও ধর্মের জন্য মসিহ মাওউদ (আঃ) যে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন এই সাহাবীগণ তাঁহার ডাইনে বাঁয়ে ও সম্মুখে পশ্চাতে থাকিয়া দিবারাত্রি কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রাণ সঞ্চারকারী বারিবিন্দু যেমন অবিরাম ধারায় পতিত হইতে থাকে তেমনি তাঁহারা আল্লাহতায়ালার নিত্য নূতন নিদর্শনাবলী অবলোকন করিয়াছিলেন ও মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর বিরাট আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া নিজদিগকে পবিত্র করিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃ এইরূপে তাঁহারা নিজদের ব্যক্তিগত ধারণক্ষমতা অনুযায়ী কমবেশী নিজেরাও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁহাদিগকে পবিত্র ও সত্য স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে এবং স্বীয় ওহির দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। একদিকে আল্লাহ তাঁহাদের হৃদয়ে নিষ্ঠা, সর্বপ্রকার এবাদত ও অবিরাম দোয়ার প্রতি গভীর ভালবাসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে তাঁহাদের দোয়া কবুল করিয়া ও তাঁহাদের উপর ওহি নাজেল করিয়া আল্লাহ্‌ তাঁহাদের উপর করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "ইহা বাস্তবিক আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ। যাহাকে খুশী তাহাকে তিনি এই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী প্রভু।"

সংক্ষেপে বলিতে হয় আমার বর্তমান পীড়ার সময় এই সমস্ত চিন্তায় আমি অত্যন্ত নিবিষ্ট ছিলাম এবং স্থির করিয়াছিলাম যে খোদাতায়ালা যখন আমাকে কিছুটা স্বাস্থ্য ও শারিরীক শক্তি দান করিবেন আমি জমাতের যুবকদের প্রতি এই আকুল আহ্বান জানাইব যেন প্রকৃত তাকওয়া ও বিরামহীন দোয়ার জরিয়ায় তাহারা প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর প্রাচীন সাহাবীগণের স্থান পূর্ণ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যাহাতে জমাতে মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কোন প্রকার ফাটল না ধরে এবং গোটা জমাত যেন তাকওয়া ও দোয়ার ক্ষেত্রে প্রগতির পথে আগ ইয়া যায় ও সর্বদা উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হয়। এই ধারণা অনুযায়ী আমি রাবওয়ার *মস্‌জিদে মোবারকের ইমামকে পরামর্শ দিয়াছিলাম তিনি যেন জুম্মার খেৎবায় জমাতের যুবকদিগকে আরো গভীরভাবে তাকওয়া ও দোয়ার অনুশীলন করিতে উপদেশ দান করেন। আমি জমাতের আরো কতিপয় বুজুর্গকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তাঁহারা যেন, তাঁহাদের বক্তৃতা ও লেখনীতে এই লক্ষ্যকে স্থান দেন, যাহাতে জমাতের দ্বিতীয় বংশধরেরা প্রথম বংশধরদের স্থান পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে এবং এইরূপে বিশেষ এবাদত ও দোয়ায় লিপ্ত একটি দলের চির উত্তরাধিকারের ধারা জমাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যাঁহাদিগকে আল্লাহ পবিত্র ও সত্য স্বপ্ন এবং ওহির সাহায্যে সম্মান দেখাইতে থাকিবেন। আমার মনে যে কথা ছিল এবং এখনো আছে, তা হইতেছে জমাতের মধ্যে সদা সর্বদা ও মে টামুটি এইরূপ একটি বড় দল থাকিবে, যাহারা উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে এবং জমাতের মধ্যে উচ্চ মানের আধ্যাত্মিকতা বাঁচাইয়া রাখিতে সাহায্য করিবে।

এই জাতীয় চিন্তা করার সময় আমি ১৯৫৬ সনের ২২শে জুন তারিখের আহমদীয়া জগতের দৈনিক

* আহ্‌মদীয়া জমাতের বর্তমান কেন্দ্র।

আল্‌ফজল পত্রিকায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নেতা খলিফাতুল মসিহ কর্তৃক ১লা জুনে মারিতে (যেখানে তিনি বর্তমানে অবস্থান করিতেছেন) প্রদত্ত জুম্মার খোৎবা পাঠ করিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম যে তিনি বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, পীড়ার অবস্থায় ঠিক ঐ বিষয়টি লইয়া আমার মন অত্যাধিক চিন্তামগ্ন ছিল। অত্যন্ত যত্নসহকারে ও মনোযোগের সহিত এই খোৎবাটি পাঠ করার জন্য আমি সকল বন্ধুকে সনিবন্ধ অনুরোধ জানাই এবং বিশ্বাস করি জমাতের প্রতিটি মস্‌জিদে এই খোৎবা শুক্রবার দিন পাঠ করা হইবে এবং ইহার বিষয় বস্তুর প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে, যাহাতে ইহার সারমর্ম জমাতের প্রত্যেকটি লোকের দৈনন্দিন চিন্তাধারার একটি অঙ্গ হইয়া যায় এবং ইহার তাৎপর্য্য যেন তাহাদের হৃদয়ে ও মনে পবিত্র বীজ স্বরূপ বপিত হয়।

মানবের আচরণ ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইসলাম বিবিধ প্রকারের নির্দেশ দান করিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার روحانيت উপাদান হইতেছে (১) তাকওয়া تقوى ও (২) বিরামহীন দোয়া। অন্তঃকরণের পবিত্রতার মূলে আছে, তাকওয়া এবং স্রষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের প্রধান উপায় হইতেছে দোয়া। নামাজ * রোজা, জাকাত দান খয়রাত ইত্যাদি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ এবং এগুলি ছাড়া ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ করা যায় না। কিন্তু (তাকওয়া) সমস্ত সত্যিকার সদগুণের ভিত্তি। ইহা যেন মানবের যাবতীয় কর্মের আত্মা স্বরূপ। এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা অন্তঃকরণকে তাকওয়ার আসন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে যে তাকওয়ার সাহায্যে আল্লাহ্‌তালার নিদর্শনাবলীকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। "তাকওয়া অন্তঃকরণে বাস করে এবং ইহাকে অনুপ্রাণিত করে।"

প্রতিশ্রুত মসিহ মাওউদ (আঃ) ও বলিয়াছেন ঃ—

"সমস্ত সদগুণের মূল তাকওয়া।
যতদিন এই মূল বা চেতনাকে জীবিত
রাখা যায়, ততদিন সকলেই নিরাপদ থাকে।" *

নামায, রোজা, জাকাত, দানখয়রাত ইত্যাদি মানুষ অভ্যাসের বশেও করিতে পারে বা বাহ্যিক প্রদর্শনীয় প্রবণতার ফলেও এ সমস্ত সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু তাকওয়া মানবের অস্তিত্বের গভীরে অনুপ্রবেশ করে এবং ইহা অভ্যাস বা বাহ্যিক আড়ম্বরতার কোন ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। বস্তুতঃ ইহা একটি পবিত্র ও পবিত্রতা সাধক গুণ, যাহা অন্তরে উন্মেষ লাভ করে এবং মানুষের সম্পূর্ণ সত্তায় অনুপ্রবেশ করিয়া ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে যেমন বহুদূর বিস্তৃত ভারী মেঘমালা উর্ব্বর জমিকে সিক্ত করে এবং ঐ জমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সব্জি উৎপাদনে সাহায্য করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির কার্যাবলী যতই পবিত্র মনে হউক না কেন, তাকওয়া না থাকিলে শুষ্ক ও উত্তপ্ত বালুকারাশির শস্যের চাইতে তাহার কার্যে অধিক কোন মূল্য নাই। এমন অনেকে আছে যাহাদের হৃদয়ে তাকওয়া নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে নামাজ, রোজা, দানখয়রাত ইত্যাদি কার্যে অধ্যবসায় দেখা যায়। তাহাদিগকে ধোপদুরস্ত মনে হইলেও, আসলে তাহাদের অন্তঃকরণ আধ্যাত্মিক কুষ্ঠরোগে দূষিত। এমন কি সামান্য প্রলোভনও তাহাদিগকে পাপের দিকে টানিয়া লইয়া যায় যেমন ক্ষুধার্ত শকুন পঁচা মাংসের দিকে ধাবিত হয়। নিষিদ্ধ, অপবিত্র ও অসাধু ক্রিয়াকলাপ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের পেশায় পরিণত হইয়া যায়।

* এই প্রবন্ধে নামাজ বলিতে আনুষ্ঠানিক নামাজ صلوٰة কে বুঝান হইয়াছে ও দোয়া বলিতে লৌকিকতাহীন প্রার্থনাকে বুঝান হইয়াছে।

* * অধ্যায় ২২ আয়াত ৩৩

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে নামাজ, রোজা, দান-খয়রাত ইত্যাদি নিজেরাই কোন সত্যিকারের নৈতিকগুণ নহে। সত্যিকারের নৈতিকগুণ নিহিত আছে তাকওয়ার মধ্যে, যাহা হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে ও যাহা যাবতীয় সুফলপ্রদ কর্মের উৎস। তাকওয়া বলিতে নৈতিকগুণের প্রতি হৃদয়ের এইরূপ অবিরাম ও ব্যাপক সাড়া বুঝায়, যদ্দ্বারা প্রাণ লাভ করিয়া কোন ব্যক্তি আল্লার ইচ্ছানুসারে তাহার সমস্ত আচরণ, কাজকর্ম, কথাবার্ত্তা ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইতেও নিজেকে রক্ষা করে। এইরূপ ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা করে ও তাঁহার সামান্যতম অসন্তুষ্টি হইতে এইরূপ পরিশ্রমের সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করে, যেমন একজন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেকে বিষধর সপ বা বনের হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। সত্য ইহাই যে কোন নামাযই নামায নহে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা তাকওয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, কোন রোজাই রোজা নহে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা তাকওয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ও কোন দান খয়রাতই দয়ার কাজ নহে, যতক্ষন পর্যন্ত না উহা তাকওয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তাকওয়ার অভাবে সর্বপ্রকারের এবাদত বৃক্ষের শুষ্ক ডালের ন্যায়, যাহা যে কোন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া পড়িবেই।

অতএব আমি একান্ত আন্তরিকতার সহিত বন্ধুগণকে উপদেশ প্রদান করিতেছি তাহারা যেন নিজদের হৃদয়ে তাকওয়ার অনুশীলন করেন এবং সর্বদা একথা স্মরণ রাখেন যে, বিশেষ কোন সৎ-কর্মের নামই তাকওয়া নয়। খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা ও তাহার অসন্তুষ্টি হইতে নিজেকে সর্বদা রক্ষা করার নামই তাকওয়া। বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে বর্মরূপে জানাই হইতেছে তাকওয়া। ইহা একটি অনুভূতি, যাহা অন্তঃকরণে জন্মলাভ করে, শরীরের প্রতি অঙ্গ প্রতঙ্গে অনুপ্রবেশ করে এবং প্রতিটি সৎকর্মকে অনুপ্রাণিত করে। প্রতিশ্রুতি মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার কোন এক কবিতায় বলিয়াছেন ঃ

"তাকওয়ার চেতনা একটি আশ্চর্য মুক্তা; এই চেতনা দ্বারা যে জন অনুপ্রাণিত সেই সৌভাগ্য শালী; মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। তাকওয়া নিঃসন্দেহে ইসলামের সার বস্তু। খোদা প্রেম জীবন দানকারী সুরা এবং তাকওয়ার চেতনা তার পানপাত্র। অতএব হে মুসলমানগণ, তোমাদের হৃদয়ে এই চেতনাকে পরিপূর্ণতা দান কর; কেন না এই চেতনা ছাড়া ঈমান থাকিতে পারে না। এই তাকওয়ারূপ ঐশ্বর্যের চেতনা প্রভু আমাকে দান করিয়াছেন, তাই প্রভুকে জানাই আমার ধন্যবাদ।"

কোন এক সময় এক ব্যক্তি মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন বিখ্যাত সাহাবী ওবায়া বিন কা'বকে "তাকওয়ার" অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিছেলেন। তিনি ইহার অর্থ উদাহরণ দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে সেই ব্যক্তিই তাকওয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় যে স্বীয় জীবনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যেন সে কণ্টকাকীর্ণ ও বিষাক্ত জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতেছে ও তার আবেষ্টনীর অনিষ্ট হতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিপদ-ক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে।

সুতরাং আধ্যাত্মিকতার জন্য সর্ব্ব প্রথমে যা কিছু প্রয়োজনীয় তা হইতেছে সকল বন্ধু, বিশেষ করিয়া যুবকেরা তাকওয়া অনুশীলন করিবেন। তাহাদের উচিত সর্ব্বপ্রকারে প্রতিটি সৎকার্যে ব্রতী হওয়া, জ্ঞান অন্বেষণ করা, বিজ্ঞান, দর্শন ও কারিগরী বিদ্যা অধ্যয়ন করা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি করা, বিবাহ করা ও পরিবার বৃদ্ধিকরা, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অংশগ্রহণ করা এবং সকল ন্যায় সঙ্গত

উপায়ে নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধ করা। তাহাদের হৃদয়ে তাকওয়ার সবুজ ফল-প্রসূ বৃক্ষরোপনের কার্যে তাহাদিগকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। এই বৃক্ষ হইতেছে খোদা-প্রেম ও খোদাভীতি। একটি পারস্য প্রবাদ অনুযায়ী বলিতে হয়, তাহাদের হস্তদ্বয় যখন সৎপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকিবে তখন তাহাদের হৃদয় খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকিবে।

আধ্যাত্মিকতার দ্বিতীয় উপায় দোয়া অর্থাৎ দোয়ার অভ্যাস ও ইহার প্রতি ভালবাসা। দেওয়ার প্রতি ভালবাসা তাকওয়ার নিশ্চিত ফল; কেননা ইহা সম্ভবপর নয় যে একজন ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি, যার হৃদয়ে খোদা-প্রেম ও খোদাভীতি অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা যার হৃদয় সিক্ত হইয়াছে সে অবিরত ও প্রবলভাবে দোয়ার দিকে ধাবিত হইবে না। অপর পক্ষে, তাকওয়ার চেতনার পুষ্টিসাধন ও উহাকে সজীব করার জন্য দোয়া একটি উপায়ও বটে। অতএব, দোয়া যেমন তাকওয়ার কারণ তেমনি ইহা তাকওয়ার ফল সত্য ইহাই যে দোয়াই যে ইসলামের সারবস্তু; কারণ একমাত্র দোয়ার সাহায্যে মানুষ তার স্বর্গীয় প্রভু ও স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে। যে ঈমান মানুষের সঙ্গে তার স্রষ্টার ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে না তা প্রকৃতপক্ষে কোন ঈমানই নহে। ইহা প্রাণহীন বস্তু বা বৃক্ষের শুষ্ক ডাল, যাহার কোন মূল্য নাই। এই জন্য আল্লাহ পবিত্র কোরআনে দোয়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কোরআনে আল্লাহ বলিয়াছেন:

"হে নবী যখন আমার দাসেরা তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তাহাদিগকে বল: আমি নিকটে আছি। যাহারা আমার নিকট দোয়া করে আমি তাহাদের ডাকে সাড়া দেই। কিন্তু ইহা প্রয়োজনীয় যে তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দেয়, আমার আদেশ পালন করে ও আমার উপর ঈমান রাখে।" অধ্যায় ২ আয়াত ১৮২, (আলকোরআন)

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ বলেন: "হে নবী, লোকদিগকে বল আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন বিবেচনা করিবেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা দোয়ার সাহায্যে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন না কর।"

* আল-কোরআন অধ্যায় ২৫ আয়াত ৭৮

ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে দোয়ার অর্থ কেবল কথা দ্বারা কোন ইচ্ছার বাহ্যিক উচ্চারণ মাত্র নহে। ইহার অর্থ আন্তরিক আকাঙ্খা ও নিদারুন ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সহিত আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহের দ্বারে নিজকে নিক্ষেপ করা, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি এইরূপ আকাঙ্খা ও আন্তরিকতার সহিত দোয়া করিতেন যে ঐ অবস্থায় তাঁহাকে যাহারা লক্ষ্য করিয়াছে—তাহাদের নিকট মনে হইত যেন মহানবীর হৃদয় নিদারুন বিষাদে সত্যই গলিয়া যাইতেছে। আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা (তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) আমাদের এই যুগেও বলিয়াছেন:

"আল্লাহ্ তোমাকে একটি ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র দান করিয়াছেন। বারবার আমার নিকট এই বলিয়া আল্লার ওহি নাজেল হইয়াছে যে, দোয়ার সাহায্যে সমস্ত কৃতকার্য্যতা অর্জন করা যাইবে। বাস্তবিক দোয়াই আমাদের একমাত্র উপায়। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য কোন উপায় নাই। আল্লাহ্‌র নিকট আমরা গোপনে যাহা কিছু কামনা করি, তিনি তাহা দান করেন ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক দোয়ার সত্যিকারের তাৎপর্য্য ও প্রকৃত দর্শন সম্বন্ধে অবগত নহে। দোয়ার সাহায্যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতখানি মনোযোগ, একাগ্রতা, অনুরাগ ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হয় উহা তাহারা জানে না। সত্য কথা এই যে প্রকৃত দোয়া হইতেছে, এক প্রকার মৃত্যুকে অনুভব করা"

সুতরাং আমাদের সকল বন্ধু বিশেষ করিয়া জমাতের যুবকদের উচিত একাগ্রতা ও অনুরাগের সহিত দোয়া করা। এই পন্থা অবলম্বন করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না এবং ঈমান প্রানহীন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়; এবং আল্লাহর নিত্য নুতন নিদর্শনের সমর্থন না থাকায় ঈমানের জীবন্ত অনুভূতি থাকে না ও ইহা কাহিনীতে পরিণত হয়। পূর্বে আমি যেমন বলিয়াছি তেমনি আবার বলিতেছি, দোয়া কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নহে। অকপটতা, একাগ্রতা ও প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ইহা সম্পাদন করা উচিত, যাহা অন্তঃকরণের ঐকান্তিক কামনা ও বিষাদের সাক্ষ্য বহন করে। ইহাই প্রয়োজনীয় যে আল্লাহ্‌র মর্যাদাপূর্ণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ আমরা এইরূপ একাগ্রতা ও ভক্তির সহিত ধরিয়া থাকি, যেন তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়া তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে দোয়া বলিত ইহা বুঝায় না যে আমরা একবার, দুইবার বা তিনবার দোয়া করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। দোয়া অবিরত ও পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু হওয়া চাই। ইহা সত্য যে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তিনি তাঁর অকপট দাসের প্রথম ডাকেই সাড়া দিতে পারেন। কিন্তু প্রায়ই এইরূপ হয় না। ইহা আল্লার নিয়ম তিনি চাহেন তাঁর দাসগণ ধৈর্যের অনুশীলন করে ও স্থির সঙ্কল্প হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা যায় যে, কোনো কোনো দোয়া আল্লাহ কর্তৃক কবুল হওয়ার পূর্বে ঐ দোয়া বহুকাল ধরিয়া ক্রমাগত চালাইয়া যাইতে হয়। কোনো কোনো পবিত্র ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে তাঁহাদের দোয়া গৃহীত হওয়া পূর্বে অনেক বৎসর তাঁহারা দোয়া করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে পবিত্র কোরআনে বর্নিত আছে যে শেষ যুগে ভূস্বর্গকে বিশ্বাসীগণের নিকটবর্ত্তী করা হইবে। * ইহার অর্থ এই হইতে পারে এই যুগে মানুষ যখন চতুর্দিকে জড়বাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত তখন অকপট ও একাগ্র দোয়ার উত্তর কিছুটা তাড়াতাড়ি লাভ করা যাইতে পারে। তথাপি ধৈর্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পতা দোয়ার সার কথা। শুধু তাহাই নহে, আল্লাহ ও মানবের মধ্যে যোগাযোগের সার কথাও ধৈর্য্য এবং দৃঢ় সঙ্কল্পতা। দোয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁহার অকপট বান্দাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন যেরূপ ব্যবহার একজন অনুগ্রহশীল বন্ধুর নিকট হইতে পাওয়া যায়। আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বার বার দোয়া দর্শণের এই দিকটির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে আল্লাহ যেমন তাঁহার দাসগনের দোয়া প্রায়ই কবুল করিয়া থাকেন তেমনি মাঝে মাঝে দাসগণের নিজদের চারিত্রিক উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহ চাহেন যে তাহারা তাঁহার ইচ্ছার নিকট মাথা নত করে। অতএব যে ব্যক্তি দোয়া করে সে যদি দেখে যে তাঁর কোন একটি দোয়া যেভাবে সে করিয়াছিল সেভাবে গৃহীত হয় নাই, এই জন্য তার মনে কোন হতাশার সৃষ্টি হওয়া উচিত নহে। বরঞ্চ নিজের মঙ্গল বিবেচনা করিয়া হৃষ্ট চিত্তে ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার ইহা গ্রহণ করা উচিত। আমরা কি দেখি না যে শিশু অগ্নিশিখার সৌন্দর্যে ও ইহার জাঁকালো বর্ণে আকৃষ্ট হয় এবং ইহাকে খুশীর সহিত ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুর ক্রোধোদ্বিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহার মাতা পিতা তাহাকে দৃঢ়তার সহিত বাধা প্রদান করে। তাহারা জানে যে শিশু বুঝেনা তার কর্মের দ্বারা সে নিজের জন্য কি সাংঘাতিক বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে। এইরূপে যদি কোন দোয়া আশানুরূপ পূর্ণ না হয় ইহাতে আল্লার সঙ্গে তাঁর অনুগত দাসের প্রেমের বন্ধন ও আনুগত্যকে শিথিল করা উচিত নয়; বরং এই বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করিতে সাহায্য করা উচিত। কারণ আল্লাহ জানেন ও আমরা জানি না। আমাদের মঙ্গল আমাদের চাইতে তিনিই অধিক জানেন ও বুঝেন।

* অধ্যায় ৮১ আয়াত ১৪

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলিতেন যে প্রকৃত মোমেনের প্রত্যেকটি দোয়া নিম্নলিখিত তিনটির যে কোন একটি উপায় গৃহীত হয়; (১) হয় যে ভাবে দোয়া করা হইয়াছে সেই ভাবে গৃহীত হয়, অথবা (২) যদি দোয়া কোন স্বর্গীয় আইন বা উদ্দেশ্যের খেলাপ হয় বা ইহার কবুলিয়ত দোয়াকারীর কোন ক্ষতির কারণ হয় তা হইলে আল্লাহ এই দোয়া আশানুরূপ গ্রহণ করেন না, পরন্তু দোয়াকারীর উপর যে কোন বিপদ বা দুর্ঘটনাকে আল্লাহ দূরে সরাইয়া দেন; অথবা (৩) আশানুরূপ দোয়ার কবুলিয়তের বিনিময়ে আল্লাহ জড়জগতের পরবর্ত্তী জীবনে অন্য কোন পুরস্কার দোয়াকারীর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সংক্ষেপে একথাই বলিতে হয়, একজন খাঁটী মোমেনের দোয়া নিশ্চয়ই গৃহীত হয়, যদিও আশানুরূপ গৃহীত নাও হইতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট অকপটভাবে দোয়া করে তার কখনো হতাশ হওয়া উচিত নহে। আমাদের স্বর্গীয় প্রভু চির করুণাময় ও চির দয়ালু এবং তার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর সন্দেহ করা তাহাকে অস্বীকার করার সমতুল্য। কোন কোন মুসলমান বুজরগ এই মত পোষণ করেন যে, এমন কি শয়তানও আল্লাহ্ তায়ালার দয়ার কতিপয় দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত নয়। তাহা হইলে তোমরা, যারা আকাশ হইতে মনোনীত পথ প্রদর্শনকারী ও গুরুর অনুগামী

(কোরআন, অধ্যায় ৬২, আয়াত ৪)

ও তোমরা যারা, اخرين দের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ মহানবীর শেষ যুগের উম্মত, কেন আশা হারাইবে? "নিশ্চয় অবিশ্বাসী ছাড়া অন্য কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সম্বন্ধে হতাশ নহে।"

যাহা সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় তাহা হইতেছে এইরূপ আন্তরিকতা, ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত দোয়া করিতে হইবে ও দোয়াকারীকে আল্লাহ্‌র মর্যাদা সম্পন্ন বস্ত্রের প্রান্তভাগ এইরূপ স্থায়ীভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে ধরিয়া থাকিতে হইবে এবং তাঁহার দয়ার দ্বারে নিজেকে এইরূপ সহায়হীন ও আত্ম সমর্পণের সহিত নিক্ষেপ করিতে হইতে যেন দয়ালু প্রভু তাঁহার দাসের আন্তরিক ও বিনীত প্রার্থনার উত্তরে স্বীয় অভিপ্রায়ের কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশ করিবার জন্য বিচলিত হইয়া পড়েন। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (আঃ) বলিয়াছেন যে আল্লাহ্‌র কোন প্রকৃত দাস যখন তাঁহার দিকে এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়, আল্লাহ্ তাহার দাসের দিকে দুই পদক্ষেপ অগ্রসর হন, এবং দাস যখন তাঁহার দিকে হাঁটিয়া অগ্রসর হয় আল্লাহ দাসের দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হন। এইরূপে যখন একান্ত অনুরাগ ও গভীর দরদের সঙ্গে দোয়া করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ স্বীয় অভিপ্রায়ের নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন, বিশেষ করিয়া দোয়া যখন استخارة (অর্থাৎ দেয়ার সাহায্যে স্বর্গীয় ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে আবিস্কার করার চেষ্টা করা) রূপে করা হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে অকপট দরদপূর্ণ দোয়ার উত্তর আল্লাহ্ কখনো না দিয়া থাকেন না, যদিও উত্তর বিভিন্ন আকারের হয়। কিন্তু পূর্বে আমি যেমন বলিয়াছি, এই ফল উৎপাদন করিবার জন্য দোয়া অন্তকরণের তাকওয়া হইতে নির্গত হওয়া চাই, আন্তরিক ও দরদপূর্ণ হওয়া চাই এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও অধ্যাবসয়ের সহিত ক্রমাগত চালাইয়া যাওয়া প্রয়োজন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ—

"যাহারা অকপটভাবে বিশ্বাস করে এবং সত্যিকারের মুত্তাকী, এ জীবন ও পরকাল সম্বন্ধে শুভ সংবাদ বহন করিয়া তাহাদের উপর ফেরেশতা নাজেল হয়। ইহা একটি চির সত্য প্রতিজ্ঞা এবং ইহার পরিবর্তন হইবে না। বস্তুতঃ এই মহান কৃতকার্যতা সকল বিশ্বাসীগণের জন্য উন্মুক্ত আছে।"

(কোরআন অধ্যায় ১০, আয়াত ৬৪ ও ৬৫)

সুতরাং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সত্য স্বপ্ন ও ওহি লাভ করার জন্য সমস্ত কর্তব্য বোধের প্রান অকপট ঈমান ও অন্তরে তাকওয়া প্রয়োজনীয় শর্ত্ত। যে বিশ্বাসী এ সমস্ত শর্ত্ত পূর্ণ করে এবং আন্তরিক ও বিনীত দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দ্বারে সদা-সর্বদা আঘাত করিতে থাকে, সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের কোন না কোন নিদর্শন হইতে বেশী দিন বঞ্চিত থাকে না। কিন্তু ইহা একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার এবং যাহারা এই পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন

তাহাদিগকে দ্বিগুণ সতর্ক থাকিতে হইবে পাছে অপ্রত্যাশিতভাবে শয়তান প্রবেশ করে ও তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপথগামী করে। যিনি সত্য স্বপ্ন ও ওহী লাভ করিয়াছেন অত্যান্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁহার নিজেকে পাহারা দেওয়া উচিত, যাহাতে তিনি অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের পাপে পতিত না হন এবং যেহেতু আল্লাহ স্বীয় বদান্যতা দ্বারা তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার উচিত আরো অধিক বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়কার "বালামের" দৃষ্টান্ত তোমাদের সম্মুখে আছে। এই ব্যক্তি অহঙ্কারের দরুন অপদস্থ হইয়াছিল এবং তাহার আচরণকে একটি শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত কুকুরের আচরণের সঙ্গে তুলনা করিয়া পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুগ্রহের অধিকারী হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ ও সদা সর্বদা সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সংক্ষেপে বলিতে হয়, ইসলামের শিক্ষা এই যে তাকওয়া ও দোয়া (অর্থাৎ অকপট প্রার্থনার অভ্যাস) روحانیت এর (অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার) সার কথা। অতএব সমস্ত বন্ধুদের এই উভয় বস্তুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে শয়তান তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়ে। তাকওয়া সমস্ত সদগুণের প্রাণ ও সমস্ত সৎকর্মের মূল। এই সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ঠিকই বলিয়াছেনঃ "যতদিন তাকওয়াকে বাঁচাইয়া রাখা যায়, ততদিন সবাই নিরাপদ থাকে।" প্রথমতঃ বন্ধুগণের তাকওয়া অনুশীলন করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের অবিরত দোয়ায় লিপ্ত থাকা উচিত উচিত। আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করার ইহাই নিশ্চিত উপায়। তাহাদের দোয়া এইরূপ উৎসাহ অকপট ও আন্তরিকতা পূর্ণ হইতে হইবে, এবং আল্লাহ্‌র মর্যাদা পূর্ণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ তাহাদিগকে এইরূপ করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে, যেন আল্লাহ্‌র রহমত তাহাদিগকে চতুর্দিকে আবৃত করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই জীবন ও পরকাল সম্বন্ধে তাহারা শুভ সংবাদ লাভ করে।

ইহাও অতীব প্রয়োজনীয় যে, এই অভ্যাসের অনুশীলন করার জন্য তাহারা পরবর্তী বংশধরকে সুশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিবে; এবং এই প্রক্রিয়া এমন ভাবে জারী রাখিতে হইবে যে পূর্ববর্তী বংশধর যেরূপ ও যতখানি আল্লাহ্‌র আশীষ লাভ করিয়াছিল প্রতিটি পরবর্তী বংশধর যেন তদ্রূপ ও ততখানি আশীষ লাভ করিতে পারে, যাহাতে এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার চির সুনিশ্চিত হয় ও জমাত এক আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে আরো অধিক উন্নত অবস্থায় অগ্রসর হয় ও কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।" "এবং ইহা মঞ্জুর করা আল্লাহ্‌র জন্য কষ্টকর নয়।"

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমি যেমন বলিয়াছিলাম পরিশেষে আমি তাহারই পুনঃরুল্লেখ করিব যে মসিহ মাওউদ (আঃ) এর সাহাবীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে এবং প্রাচীন সাহাবীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। অতএব জমাতের যুবকদের সম্মুখে আগাইয়া আসা ও তাহাদের স্থান পূর্ণ করা পবিত্র কর্তব্য। তাকওয়া ও ঐকান্তিক দোয়ার অনুশীলনে তাহাদিগকে এইরূপ নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে যেন তাহারা আল্লাহর চির তাজা নিদর্শনাবলীর জীবন্ত সাক্ষী হইয়া যায়। তাহাদের কর্ণ আল্লাহর পবিত্র আওয়াজ শুনিবে ও আল্লাহর জীবন দানকারী কালাম তাহাদের মুখে অবতীর্ণ হইবে, যাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ আল্লাহর দয়া, প্রেম ও রহমতের অভিব্যক্তির আসন হইয়া যায়। দোয়া করি ইহাই আল্লাহর ইচ্ছা হউক। ঘুমন্ত অন্তঃকরণ জাগিয়া উঠুক এবং জাগ্রত অন্তঃকরণ সতর্ক ও সাবধান হউক। ইহাই তিনি মঞ্জুর করুণ।

আমীন।

আমার বর্তমান টাইফয়েড জ্বরের অবস্থায় অত্যন্ত ক্লেশের সহিত কতিপয় লাইন লিপিবদ্ধ করিলাম। খোদাতায়ালা আমার কথাগুলিকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রসূ করুন এবং জামাতের যুবকদিগকে তাহাদের জীবনে একটি পবিত্র পরিবর্তন আনয়নে সামর্থ দান করুন ও আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা খোদাতালার অনুমোদন ও আশীষ লাভ করুক! আমীন।

"এবং আমাদের শেষ কথা এই যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্‌তালার প্রাপ্য।"

রাবওয়া মির্যা বশির আহ্‌মদ ২৬ শে জুন, ১৯৫৬ ইং

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.